তাওহীদ ও জিহাদের বাণী প্রচারই আমাদের লক্ষ্য

সূচী

আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন আমাদের পত্রিকায়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
ar-ribat.megazine@yandex.com

ই-মেইলঃ- ar-ribat.megazine@yandex.com

সম্পাদকীয়

"ভয় পেও না বন্ধু আমার কদম বাড়াও আগে
রক্ত-সাগর ঠেলেই তবে মুসলিমেরা জাগে"

সবখানেই চলছে জুলুম-নিপিড়ন।

অত্যাচার আর নির্যাতনের সবচে' নিকৃষ্টতম অধ্যায়টি ছাড়িয়ে গেছে আরো আগেই। নিজেদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ড্রিলমেশিন দিয়ে ঝাঁঝরা করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহিদ করা হচ্ছে এ উম্মাহর সিংহ, আমাদের অহংকার সম্মানিত মুজাহিদীনে কেরামকে। উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বন্দি করে "গোপন টর্চারশেলে" ফেলে রাখা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এই জগত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক, তাঁরা যেন মানুষ নয়,ভিন্ন জগতের আজবপ্রাণী। কেউ জানে না তাদের খবর; কিভাবে কাটছে তাদের রাত-দিন, কিভাবে পুরোচ্ছে তাদের সময়। তারাও জানে না তাদের ভাগ্যে কি আছে।

উম্মাহ তো অলস-কাঁথা মুড়িদিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! তাদের খবর রাখার মত সময় কি উম্মাহর আছে ? এমন নাযুক পরিবেশে শয়তান কিন্তু বসে নেই; ভীতি ছড়িয়ে দিতে পারে আমাদের অন্তরে, খাটো হয়ে যেতে পারে আমাদের আকাশচুম্বী হিম্মত। যেমনটি ঘটেছিলো হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর উম্মতের মাঝে। পিছনে শত্রু-বাহিনী সামনে বিশাল সাগর! সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভবনাই ছিল না। মুনাফিকরা ভয়ে থরথর আর মুমিনরা সাহায্যের আশাবাদী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহায্য এসে উপস্থিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুসলমানদের নিয়ে উহুদ রণাঙ্গন অভিমুখে রওয়ানা দিলেন; মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প, অমুসলিমরা অসংখ্য। মুসলমানগণ দূর্বল, অমুসলিমরা সবল। অবস্থা দেখে মুনাফিকরা ভয়ে দিশেহারা! তাদের পা কাঁপছে,সামনে এগুতে পারছে না, পাহাড়সম ভয় তাদেরকে ঘিরে ধরেছে; পরিশেষে তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে।

অপরদিকে মুমিনগণ অসীম সাহস আর আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো; আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করলেন।

মুমিনগণ সফল, মুনাফিকরা বিফল। মুমিনগণ পুরস্কৃত, মুনাফিকরা ধিকৃত।

এটা হলো মুমিনদের থেকে মুনাফিক ছাটাই করার মাধ্যম।

মুমিন টিকে থাকে,মুনাফিক ঝরে যায়।
মুমিন অটল থাকে,মুনাফিক ছিটকে পড়ে।

এটা হলো মুমিনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার আর মুনাফিককে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

মুমিন সামনে বাড়ে, মুনাফিক পিছনে যায়।
মুমিন আনন্দিত হয়, মুনাফিক হতাশ হয়।

যে-আল্লাহ সমুদ্রকে রাস্তা বানিয়ে মুমিনদের সাহায্য করেছেন বদর,উহুদ,খন্দকে সাহায্য করেছেন, সে আল্লাহ্ তো এখনো আছেন। সুতরাং ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই; বিজয়ী আমরাই হবো। বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই, যদি আমরা খাঁটি মুমিন হয়ে থাকি।

যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।

অতএব, সব পিছুটান ভুলে,দ্বিধা-সংকোচ সব ঝেড়ে ফেলে বুকটান করে সামনে এগিয়ে চল!

বিজয় আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।
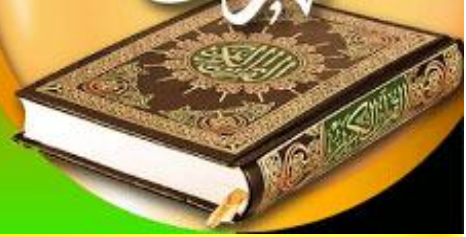
أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}

তরজমা: তোমরা কি হাজীদের পানিপান করানো এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও আবাদ করাকে সেই সব লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে; এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না । -সূরা তাওবা, আয়াত নং ১৯

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট:- মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর গর্ব করে বলত: আমরা মুসলমানদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কারণ আমরা হলাম মসজিদুল হারামের প্রতিবেশী, তার আবাদকারী এবং হাজীদের পানি সরবরাহকারী। অতএব আমাদের উপর অন্য কারো আমল শ্রেষ্ঠ হতে পারে না । হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেন, এই আয়াতটি আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; বদর যুদ্ধে যখন তিনি বন্দি হয়ে মদিনায় এলেন তখন তার মুমিন আত্মীয়রা তাকে বিদ্রুপ ও উপহাস করে বলতে ছিলো যে, তুমি এখনো ঈমানের মত দৌলত অর্জন করতে পারনি ? তখন তিনি তাদের উত্তরে বলেছিলেন, তোমরা ঈমান, হিজরত আর জিহাদকে শ্রেষ্ঠ কাজ মনে কর? কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করি,পাশাপাশি হাজীদের জন্য পানীয় সরবরাহ করে থাকি । অতএব, কারো আমল আমাদের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। -ইবনে কাসীর

তাফসীর: (হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অনুকরণে) যখন ইসলামের দাওয়াত মক্কার গণ্ডি পেরিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন মক্কার ঐ সমস্ত মুশরিক যারা বাইতুল্লাহর আশপাশের লোকদের তুলনায় পূণ্যের (যেমন- মসজিদুল হারামের আবাদকরণ, হাজীদের পানিপান করানো ইত্যাদি) কাজে লিপ্ত ছিলো তারা বলতে লাগলো,মুসলমানরা যদি ঈমান, হিজরত, ও জিহাদের মাধ্যমে মুক্তি পায় তাহলে তারাও বাইতুল্লাহ্ আবাদ করন ও হাজীদের পানি পান করনে মুক্তি পেয়ে যাবে । তাই তারা এ

নিয়ে গর্ব করত । ফলে আল্লাহ তা'আলা হারামের মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলেনঃ-

তোমরা হারাম শরীফ নিয়ে গর্ব করো আর কুরআন ও নবী (স.) কে পরিত্যাগ করে চলো? অথচ তোমাদের এই কর্মসমূহ মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোন উপকারে আসবে না । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও নবী (স.) এর সাথে জিহাদ করাকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন । এখানে দেখার বিষয় হলো,যারা ভেবেছে যে, কেবল তারাই মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই তাদের শিরকের কারণে জালিম বলে আখ্যায়িত করছেন। অতএব বুঝা গেলো, মূল তথা- ঈমান ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিষ্ফল । ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, একবার তালহা ইবনে আবি শাইবা হযরত আলী (রা.) ও আব্বাস (রা.) এর সামনে বলে উঠলো- আমি হলাম বাইতুল্লার রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমার হাতে তার চাবি, বাইতুল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমি রাত্রি যাপন করি । হযরত আব্বাস (রা.) বললেন: আমি পানি সরবরাহ করি এবং বাইতুল্লাহর শাসনক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রনে, মসজিদের যেখানে ইচ্ছা ঘুমোতে পারি । তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি মানুষের পূর্বে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে ছয় মাস নামায পড়েছি এবং জিহাদ করেছি, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী (রা.) এর কথাই যে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত নাযিল করেন । আল্লাহ তা'আলার এই কথা, لايستون عند الله প্রমাণ করল যে, মুশরিক যতই ভাল কাজ করুক না কেন, তা কিছুতেই জিহাদকারী ঈমানদার ব্যক্তির সমান হতে পারে না । অতএব, অযথা ভালো ও পূণ্যের কাজের বাহানা করে ঈমান ও জিহাদ থেকে বিরত থাকা যাবে না । উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ১. মানুষের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো ঈমান আনা । ২. অতঃপর আল্লাহর রাহে জিহাদ করা । ইহা শ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত ।

অতএব, আমরাও ভালো কাজ করছি এ বাহানায় ঈমান ও জিহাদ থেকে দূরে থাকা যাবে না ।

দারসুল হাদীস

মুহাব্বত বা ভালবাসার ব্যাখ্যা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)কে ভালবাসার গুরুত্ব

উস্তায হাইরাতুল্লাহ আল-হিন্দী হাফিযাহুল্লাহ

عن انس رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم-لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম(সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। -বুখারী শরীফ।

উক্ত হাদিস দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে রাসূল (সাঃ) কে সন্তান পিতা-মাতা এমনকি নিজের জান থেকেও আধিক ভালবাসতে হবে।

মুহাব্বতের অর্থঃ- আল্লামা আইনী রাহঃ বলেন, المحبة في اللغة ميل القلب الى الشئ لتصور كما فيه رجيت يرغب فيما يقربه اليه

অর্থাৎ অন্তর কোন বস্তুর দিকে ধাবিত হওয়া এই ধারণায় যে, তার মাঝে কোন যোগ্যতা রয়েছে। -উমদাহ ১/১৪২

আল্লামা নববী রাহঃ বলেন, بالجملة-اصل المحبة الميل الى ما يوافق المحب ثم الميل قد يكون لما يستلذه الانسان ويستحسنة بحواسه كحسن الصورة الصوت والطعام الخ

ইমাম নববী (রঃ) এর বর্ণনার সারকথা হলো- কোন আকর্ষণীয় ও পছন্দনীয় জিনিষের দিকে অন্তর ধাবিত হওয়াকে আভিধানিক অর্থে মুহাব্বত বলা হয়। আর ধাবিত হওয়া টা কখনো নিজের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলোর দ্বারা স্বাদ অনুভব করার কারণে হয় বা কখনো সুন্দর মনে করার কারণে।যেমন সুন্দর রূপ, সুন্দর সূর ইত্যাদী।

আবার কখনো এরূপ জিনিষের দিকে অন্তর ধাবিত হয়, যার মজা আভ্যন্তরীণ বিষয়ের কারণেই হয়ে থাকে। যেমনি ভাবে নেককার ব্যক্তিগণ ও উলামায়ে কেরামের প্রতি সাধারণ লোকদের ভালবাসা। কোন উপকার গ্রহণের আশা অথবা কোন অপকার প্রতিহত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত। আবার কখনো ভালবাসা কোন অনুগ্রহের কারণে হয়ে থাকে। যেমন কেও কাওকে কঠিন বিপদের সময় অনুগ্রহ করে।

মুহাব্বতের প্রকারভেদ:

মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে মুহাব্বত তিন প্রকার –

১.মুহাব্বতে তাব্ঈ-তথা স্বভাবগত ভালবাসা। অর্থাৎ অনৈচ্ছিক।

২.মুহাব্বতে আকলী -তথা যৌক্তিক ভালবাসা।

৩.মুহাব্বতে ঈমানী -তথা ঈমানের দাবিতে ভালবাসা।

২নং ও ৩নং মুহাব্বত ঐচ্ছিক। উল্লেখিত হাদিসে মুহাব্বতে আকলী ও ঈমানী উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদিস শরীফের উদ্দেশ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল আলাইহিস সালামের প্রতি মুহাব্বতে আকলী ও মুহাব্বতে ঈমানী প্রবল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলার উপযুক্ত হতে পারবে না।

মুহাব্বতে আকলীর বিষয় এমন যে, কোন জিনিস স্বভাবজাত ভাবে কঠিন মনে হোক কিন্তু আকলের চাহিদা হলো, সমস্ত বস্তুর উপরে ঐ জিনিসটিকে প্রধান্য দেওয়া হবে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তির তিক্ত ঔষধ থেকে স্বভাবজাত ঘৃণা হয়ে থাকে। কিন্তু আকলের চাহিদা হলো, যেহেতু তদ্বারা সুস্থতা অর্জন হবে, এজন্য আকলের চাহিদা অনুযায়ী তা পান করা হবে। অথবা উদাহরণটি এমন হতে পারে যে, কাউকে ডাক্তার অপারেশন করার কথা বলেছেন। স্বভাবগত ভাবে কেউ চায় না যে, তার শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলা হোক। কিন্তু যখন আকলের ভিত্তিতে আদেশ করা হল যে, যদি অপারেশন করা না হয় তাহলে তার অন্য অঙ্গ খতিগ্রস্থ হবে। তখন ডাক্তারকে বড় অংকের অর্থ দিয়ে হলেও অপারেশন করাতে হবে। সুতরাং এ অপারেশনের চাহিদা মুহাব্বতে আকলী। যেহেতু মুহাব্বতে আকলীর মাঝে উপকার ও অপকার-ই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, সেহেতু আকলে সালীম (সুষ্ঠ বিবেক)সর্বদা উপকারী বস্তুটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং আকলের চাহিদা হলো এই যে, হুযুর (স.) এর মুহাব্বত ও অনুসরণের মাঝে স্থায়ী কল্যাণ রয়েছে। এ জন্যে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মাঝে হুজুর(স.) এর মুহাব্বত বেশি হবে। এছাড়া দুনিয়ার মাঝে যত মুহাব্বতের উপকরণ রয়েছে এ সবকিছু হুযুর (স.) এর মাঝে উত্তমরূপে বিদ্যমান রয়েছে। জ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে, মুহাব্বতের উপকরণ চারটি:

১. সৌন্দর্য। ২. গুণ। ৩. আত্নীয়তা। ৪. ইহসান-অনুগ্রহ।

এগুলোর কোন একটি বিদ্ধমান হলে ভালবাসা হয়। এটা স্পষ্ট বিষয় যে, স্বভাবিক মুহাব্বত এসকল উপকরণের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ । সৌন্দর্যঃ মুহাব্বতের একটি কারণ হলো সৌন্দর্য, অর্থাৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যও ভালবাসার কারণ। যেমনিভাবে শিরীন-ফাহাদ, লায়লা-মজনুর ঘটনাবলী এর প্রমাণ । এমনিভাবে ইউসুফ (আ.) ও যুলায়খার ঘটনাও এর বাস্তব প্রমাণ যে, রূপ-সৌন্দর্যও ভালবাসার অন্যতম কারণ। সুতরাং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ-সৌন্দর্য কোন স্তরের ছিলো? রূপ-সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা যিনি সুন্দর কে ভালবাসেন, তিনি তাঁকে কতটা রূপ দিয়ে সুমজ্জিত করেছিলেন? স্বচক্ষে দর্শনকারী সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুনুন! হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.) বলেন, একবার পূর্ণিমার রাত্রে আমি হুযুর (স.) কে দেখছিলাম। ঐ সময় তিনি একজোড়া লাল পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমি কখনো চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আবার কখনো তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, নিঃসন্দেহে

প্রিয় নবী (স.) চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর ও চমৎকার। -শামায়েলে তিরমিযী।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রা. বলেন, আমি রাতের আঁধারে হুযুর স. এর আলোকোজ্জ্বল চেহারার আলোতে সূঁই তালাশ করেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, প্রিয় নবী (সা.) এতটা পরিষ্কর-পরিচ্ছন্ন ও রূপ-সৌন্দর্যের আধিকারী ছিলেন, যেন তার দেহ মোবারক রূপার দ্বারা তৈরী করা হয়ে ছিলো । -শামায়েলে তিরমিযী

SHEIKH USAMA BIN LADEN [R.]

জিহাদের হুকুম ও মাসআলা-মাসায়েল

জিহাদ শারিরীক কষ্ট, মেশিনগান, পিস্তল, ক্লাশিনকোভ, গ্রেনেড, ট্যাংক, ক্ষেপনাস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি চালানোর মাধ্যমে সম্পাদিত একটি আমল । যা মানুষকে দুনিয়ার অন্ধকার থেকে বের করে, আখেরাতের আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে আসে । যাতে জান ও মাল উভয়েরই প্রয়োজন হয় । এজন্যই রাসূল (স.) একে ذروة سنام الاسلام ইসলামের উঁচু চুড়া বলে আখ্যায়িত করেন । কেননা অন্যান্য এবাদতের মধ্যে শুধু জান বা মালই ব্যয় হয়, আর জিহাদের ক্ষেত্রে উভয়টিরই প্রয়োজন হয় । তবে এ মহান ইবাদত সাধারণত তখনই আবশ্যক হয় যখন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় ।

وقاتلوالهم حتى لاتكون فتنة

ফিৎনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত কাফেরদের হত্যা করো।

অতএব, যখনই ফিৎনা নির্মূল হয়ে যায়, মহা সফলতা ও পূর্ণতার পথে চলতে কোন বাঁধা না আসে, তখন তা সকলের উপর ফরজে আইন নয় । বরং বৎসরে দু'-একবার কাফেরদের আতঙ্কে রাখার জন্য যুদ্ধ করা ফরজে কেফায়া- পর্যাপ্ত পরিমান মুজাহিদ তা আদায় করলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে । তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ মুজাহিদ যুদ্ধ না করলে সকলেই ফরজ ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে ।

الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ الله إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِى الدَّجَّالَ অর্থাৎ-আমাকে প্রেরণ করার পর থেকে এ উম্মতের শেষ দল দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চলতেই থাকবে । আবু দাউদ ১৫৩৪

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (২১৭)

অর্থাৎ- কাফেররা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করা পর্যন্ত হত্যা করতে থাকবে ।

অতএব, যদিও যুদ্ধ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফরজ হয়, কিন্তু এই পরিস্থিতি কিয়ামতের আগ পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয় । তাই জিহাদ সর্বদা অবধারিতই রয়েগেল । তবে আমাদের এ যুদ্ধ-জিহাদ অবশ্যই দ্বীনের মূলনীতির ভিত্তিতে হতে হবে । অন্যথায় তা কখনই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না ।

মূলনীতি:-

১.	প্রথমে শত্রুদের সামনে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা আবশ্যক । দাওয়াত পেশ করা ছাড়া জিহাদ করা বেধ নয় ।

শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে যারা যুদ্ধে এসছে । وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة এখানে قاتلوا পরস্পর হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। যার থেকে বুঝা যায় শত্রু ছাড়া অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না । যেমন, দূর্বল নারী, শিশু ও পঙ্গুদের হত্যা করা যাবে না। তবে এরা যদি কোন ভাবে শত্রু বাহিনীকে সাহয্য করে, তাদের কাজে ইন্ধন যোগায় তাহলে তাদেরকেও হত্যা করতে হবে । যার স্পষ্ট প্রমাণ হল, হাতেম বিন আবি বালতা'আ (রা.) এর মক্কার কাফেরদের নিকট চিঠি প্রেরণের ঘটনা।

২.	বিনা প্রয়োজনে আসবাব পত্র, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি না জ্বালানো । তবে প্রয়োজন হলে জ্বালাতে পারবে । যেমন- রাসূল (স.) খাইবার বাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য তাদের বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলেছিলেন।

৩.অঙ্গবিকৃতিকরণ জায়েয নেই । যা আজ খারেজী তথা আইএস-রা অহরহ করে থাকে। অথচ আল্লাহর রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে তা নিষেধ করেছেন ।

৪. কোন বন্দি বা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ব্যাক্তি থাকলে তাদেরকেও হত্যা করা যাবে না।

দাওয়াত পেশ করা

১.	ইমাম মালেক রহ. এর মতে যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদের সতর্ক করা আবশ্যক । চাই তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাক বা না পৌঁছাক।

২.	কারো কারো মতে কাফেরদের কছে দাওয়াত পৌছনো আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব ।

৩.	জমহুর তথা ইমাম আযম ও শাফেঈ রহ. এর মতে যদি তাদের নিকট ইতিপূর্বে দাওয়াত না পৌছে থাকে, তাহলে প্রথমে দাওয়াত দিতে হবে । অন্যথায় দাওয়াত পৌছানো আবশ্যক নয় ।

- ইমাম মালেক রহ. ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিস গ্রহন করেছেন যে, রাসূল (স.) দাওয়াত দেওয়া ছাড়া কোন যুদ্ধ করেন নি ।

- আর ২য় পক্ষের দলিল হল, হযরত নাফে রা. এর হদিস যে, রাসূল (স.) বনু মুস্তালিক গোত্রে তাদেরকে না জনিয়েই হামলা করেছেন; এমতবস্থায় যে, তাদের উটগুলো পানি পান করছে ।

- জমহুর ইমামগণ উভয় হাদীসকে সমন্বয় করে উভয়টির উপর আমল করেন। অর্থাৎ যদি দাওয়াত না পৌঁছে থাকে তাহলে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে । আর দাওয়াত পৌঁছে থাকলে, নতুন করে পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই । বরং এক্ষেত্রে না জানানো বুদ্ধিমানের কাজ ।

- ইমাম আহমদ রহ. বলেন, বর্তমানে এমন কোন শত্রুবাহিনী নেই যাদের কছে দাওয়াত পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে। তবে হ্যাঁ,যদি তুর্কিস্থানের পরে কোন রাষ্ট্র এমন থাকে যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি, তাহলে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে ।

এখানে জমহুরের মতটাই প্রাধান্য যোগ্য ।

একটি চমৎকার ঘটনা

হযরত কাসেম নানুতবী রাহঃ একবার শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি জিহাদকে ফরজ তো দূরের কথা বৈধও বলেন না কেন? থানবী রহ. বললেন-বর্তমানে শত্রুদের মোকাবেলা করার মত অস্ত্র-সৈন্য আমাদের নেই তাই। নানুতবী রহ. বললেন, বদরের যুদ্ধে সমপরিমান আসবাব কি নেই? তখন তিনি বললেন, মাওলানা বুঝেছি আর বলতে হবে না । হে প্রিয় উম্মাহ! আজ কোরআন, হদীস, ইজমা, কিয়াস ও ইতিহাসসহ সব ধরনের দলিলের মাধ্যমে জিহাদের ফরজিয়্যাত প্রমানিত । দেখুন ফতওয়ায়ে শামী,হক্কানী,শাহ কাশ্মীরী রহ. এর الكفار الملحدين সহ আরো বহু গ্রন্থ । তাঁরা কোথায় আর আমরা কোথায়? আল্লাহ তা'আলা আমাদের দৃঢ় করুন এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বাংলা ভাষী মানুষের কাছে তাওহীদ ও জিহাদের আওয়াজ পৌছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর

দারসুত্ তাযকিয়াহ

হৃদয়ের ব্যাধি ও তার প্রতিকার

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত

সম্পাদনায়–আবু মানসুর

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল (সাঃ)এর উপর। অতঃপর হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

তুমি কি জান, আমরা কত সময় ব্যয় করছি পোশাক, বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতি অর্জনের উদ্দেশে? আমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসায় ও সুসাস্থের জন্য কত সম্পদ ব্যয় করছি, রোগমুক্তির জন্য কতই-না পদ্ধতি গ্রহণ ও সাবধানতা অবলম্বন করছি যাতে আমরা প্রকৃত ধারণাপ্রসূত রোগে আক্রান্ত না হই। এবার আমরা আমাদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করি। আমরা কি জানি যে, সেখানে কিছু গোপন (ব্যাধি) রয়েছে যা অন্তরের মাঝে লুকায়িত থাকে? অনুভূতিশীল রোগের চেয়ে এই রোগটি মানুষের জীবনের জন্য (অধিক) ক্ষতিকর? এ রোগটি 'আক্রান্ত ব্যক্তিকে' তিলে তিলে হত্যা করে, কিন্তু সে তা বুঝতেই পারে না। এমনকি তার অন্তর এক কুৎসিত অন্তরে পরিণত হয়। তখন সে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে পরিহার করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। যা আমাদেরকে এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিবে,তা নিয়েই আমাদের দু' কলম লিখা।

প্রথমত: অন্তরের ব্যধি সম্পর্কে কেন এই আলোচনা?

কতিপয় কারণে অন্তরের ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব রাখে, যা নিম্নরূপ ঃ-

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্তরের পবিত্র,পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করণের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে অন্তরের ব্যাধি অধিক হারে বিস্তারের জন্য শয়তান সকল উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হিংসা, অপছন্দ ও মন্দ ধারণা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা, উপহাস করা, ঠাট্টা ইত্যাদি যেন স্বভাবজাতে পরিণত হয়েছে। অথচ অন্তরই হল মানুষের জীবনের দিক নির্দেশনা ও অঙ্কিত পথ। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা করে বাস্তবায়ন। কাজেই মন যখন রোগ থেকে, সন্দেহ-সংশয় থেকে পবিত্র হবে, মানুষ তার রবের যথার্থই ইবাদাত করবে। তার চরিত্র সৌন্দর্যময় হবে। তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, "অন্তর হল নেতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হল তার সৈন্যবাহিনী। নেতা যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তার সৈন্যবাহিনীও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর অন্তর যখন অপবিত্র হয়ে যায় তখন তার সৈন্যবাহিনী তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও অপবিত্র হয়ে যায়।"

আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড দুটিঃ ১। অন্তরে মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা অর্জন করা ২। অন্তরকে প্রবৃত্তি ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হতে পৃথক করা।

এভাবে যখন অন্তরে সবচেয়ে বেশি পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। মহান আল্লাহর দরবারে এবং জান্নাতে তার জন্য অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন স্থান হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

তবে যে সুষ্ঠ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে" -সূরা শু'আরা ৮৮-৮৯

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৌন্দর্য ও দেহাকৃতির দিকে দেখবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে দেখবেন।"

তাই অন্তর পরিশুদ্ধ করনে রয়েছে সীমাহীন গুরুত্ব।

দ্বিতীয়তঃ অন্তরে পরিশুদ্ধির নিদর্শনঃ-

মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমাদের জানা উচিত আমাদের অন্তর রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ কি না? আর এই সুস্থতা বুঝার জন্য আল্লাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ কিছু নিদর্শন তুলে ধরেছেন যা নিম্নে দেয়া হলঃ-

১। সর্বদা অন্তর তার সাথীকে আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আঘাত করতে থাকবে।

২। আল্লাহর যিকিরে শিথিলতা প্রদর্শন করে না ও তাঁর ইবাদত থেকে অনীহা প্রকাশ করে না।

৩। আনুগত্য ও ইবাদতের কিয়দাংশ নষ্ট হয়ে গেলে এমন আঘাত পায় যে, তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলেও এমন আঘাত পায়না।

৪। খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় থেকে সে ইবাদতে বেশি স্বাদ পায়। (বর্তমানে আমাদের কেউ কি ইবাদতে স্বাদ পায় নাকি ইবাদত থেকে বের হয়ে গেলে স্বাদ পায়?)

৫। সে যখন নামাযে দাঁড়ায় দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা তার থেকে চলে যায়।

৬। তার চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আল্লাহর জন্য হয়।

৭। কৃপণ ব্যক্তি তার সম্পদের ব্যাপারে যেমন কার্পণ্য করে তার থেকে বেশি কৃপণতা করে তার সময় বিনষ্ট হয়ে গেলে।

৮। সে আমলকে গুরুত্ব দেওয়া থেকে আমলের বিশুদ্ধতাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়।

তৃতীয়ত: কতিপয় অন্তরের ব্যাধিঃ-

কিছু ব্যাধি রয়েছে যাতে অন্তর আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে আমরা কিছু উল্লেখ করবো। যাতে করে আমরা সে সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আর যদি আমরা আক্রান্ত হয়ে থাকি তাহলে তার চিকিৎসা শুরু করতে পারি।

১) নেফাকী বা কপটতাঃ- এ ব্যাধিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও পরকালে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনাকর। এ কথা কেউ যেন না ভাবে যে, কপটতা বা নিফাকী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যুগ শেষ হওয়ার পর চলে গেছে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিশিষ্টতাও চলে গেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগের মুনাফিকীর অনিষ্টতা অতীতের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

এ কারণে সালফে সালেহীনগণ নিফাককে খুব বেশী ভয় পেতেন, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তার সমতুল্য ইখলাসের ও আমলের দিক থেকে কে আছে? তিনিই হুযায়ফা (রা) কে জিজ্ঞেস করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি আমাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন?

২) লোক দেখানোঃ- এটা গোপন থাকার কারণে আমলকে ধ্বংস করার ব্যাপারে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। খুব কম মানুষই এ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আর এর উদাহরণ হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন, যে মানুষ অন্যান্য মানুষের সামনে খুব সুন্দরভাবে নামাজ

পড়ে, আর কেউ যদি না থাকে তাহলে নামাযে অলসতা করে ও দ্রুত নামায আদায় করে

৩) হিংসা-বিদ্বেষঃ-

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিংসার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা হিংসা সৎ আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"

৪) অহঙ্কার ও নিজেকে ভাল মনে করাঃ- অন্যকে তুচ্ছ জানা ও উপহাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি আমার নিদর্শন সমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হিদায়াতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহির পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। (সূরা আ'রাফ-১৪৬)

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

৫) আল্লাহ্ ও তার রাসূল কে ব্যতীত অন্যকে ভালবাসাঃ- ভালবাসা দ্রুত প্রাণ হরণকারী বিষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।" (সূরা জাসিয়া ৪৫-২৩)

নবী (সাঃ) বলেন- "তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা বস্তু তথা কোরআন ও সুন্নাহ কে অনুসরণ না করবে।"

৬) অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়াঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরন কঠিন হয়ে গেছে । তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (সূরা হাদীদ ৫৭ঃ১৬)

চতুর্থতঃ- এ ব্যাধিগুলোর চিকিৎসাঃ-

আশা করি আপনারা পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাধির ক্ষতিকারক দিকসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর আপনার মনকে জিজ্ঞেস করবেন। এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার কি পদ্ধতি ও মাধ্যম রয়েছে?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে।

১) রোগ সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়াঃ- বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা চিকিৎসা মাত্র।

২) ইসলামী জ্ঞান অর্জন করাঃ সালফে সালেহীনদের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে জ্ঞানার্জন করলে মানুষ এ সমস্ত ব্যাধিকে বুঝতে পারে, আর এটা থেকেই সে বিশুদ্ধ চিকিৎসার পথ অবলম্বন করতে পারে।

৩) হিসাব করা, তাওবা করা ও সচেতন থাকাঃ- দ্রুত তাওবা করা। বিশেষ করে অন্তরের গুনাহ থেকে, আর এ কাজ ঐ ব্যক্তির দ্বারাই হতে পারে যে ব্যক্তি তার অন্তর, কথাবার্তা ও কর্মসমূহকে কুরআন হাদীসের সামনে উপস্থাপন করে।

৪) আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন।

৫) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন।

।

৬) বেশী বেশী সৎ কাজ করা। যেমনঃ

১। পিতা-মাতার প্রতি সৎ-ব্যবহার।

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সময় মত জামা'আতের সহিত আদায় করা।

৩। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করা।

৪। সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ্ আদায় করা।

৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

৬। নফল রোযা রাখা।

৭। দ্বি- প্রহরের নামায আদায় করা।

৮। তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা।

৯। বিতরের নামায পড়া।

১০। দান করা (বিশেষ করে গোপনে দান করা)।

৭) সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রত থাকাঃ প্রত্যেক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভে আল্লাহ তা'আলার যিকরই একমাত্র সহায়ক। এর জন্য প্রত্যেক অবস্থায় কিছু কিছু নির্দিষ্ট দু'আ আছে সেগুলো আদায় করবে।

৮) দু'আ করাঃ মু'মিনের প্রতিটি অবস্থায়ই এটা প্রধান হাতিয়ার এবং প্রত্যেক বিপদাপদ ও মুসিবত থেকে পরিত্রাণকারী।

৯) পরকালের সাথে সম্পর্ক রাখা ও দুনিয়ার অস্থায়ীত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

১০) প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ থেকে দূরে থাকাঃ- প্রবৃত্তি ও শয়তান কোন মুসলমানের মঙ্গল কামনা করে না যদিও এর বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়। অতঃপর মানুষ যখন সত্যিকার ভাবে জানতে পারে যে, এ দু'টোই অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করার প্রধান কারণ। তখন সেগুলো পরিহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সত্যের অনুসরণে ধৈর্য ধারণ করে এবং সৎ কাজ ও উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক গুনাহ ও অন্যায় মূলক কাজ থেকে দুরে থাকে। কারণ এতে রয়েছে মৃত সঞ্জীবনী ও মুক্তি। যদিও তা অন্তরের কাছে খুব কঠিন মনে হয়
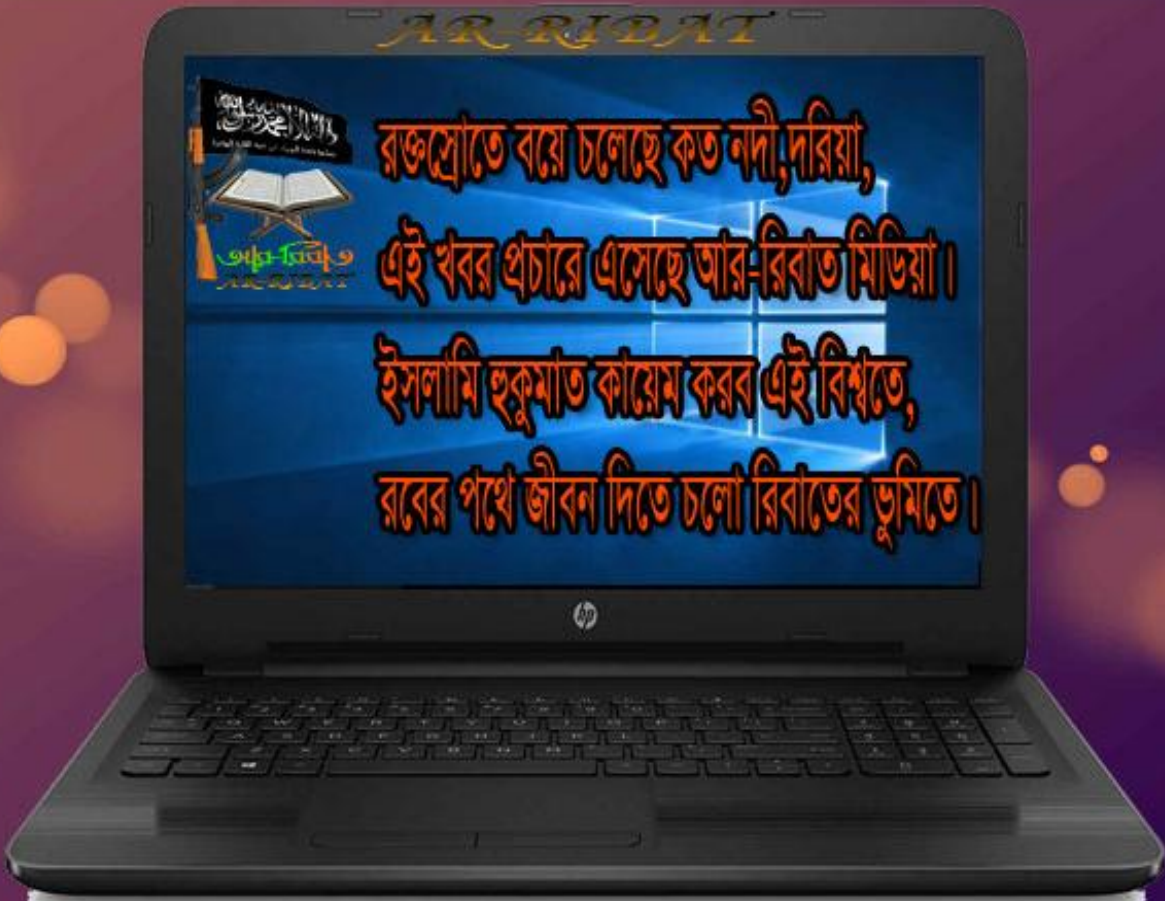
।

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام

وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান সত্ত আল্লাহ তা'আলার জন্য, যার হাতে সমস্ত সৃষ্টি ও বিধান । আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসূলে আরাবি (স.) এর উপর । যাকে তিনি চারটি "তরবারি" দিয়ে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি এগুলোর মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামকে সকল ধর্ম ও মতের উপর বিজয়ী করেন । হে প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! মহান রাব্বুল আলামিন কর্তৃক মনোনিত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।

ইরশাদ হচ্ছে إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন ।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যাতীত অন্য কোন ধর্মকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে, তার দ্বীন কস্মিনকালেও গ্রহণ যোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবে ।(সূরা আলে ইমরান: ৮৫ ।)

কিন্তু এতদ্বাসত্বেও যুগেযুগে ইবলিসি শক্তি ও তাগুতিবাদীরা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সার্থে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বাতিল ও মনগড়া মতবাদের । কালের গর্ভে যা এক সময় বিলীন হয়ে গেছে; কিংবা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে । এমনি একটি বাতিল, কুফরি ও খোদাদ্রোহী মতবাদ বা ফেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র । ফেতনার ইতিহাস অধ্যয়নের পর একথা বলা ভুল হবে না যে, "গণতন্ত্রের ফিতনা " ইসলামি ইতিহাসে হাতেগুনা কয়েকটি ফেতনার মধ্যে অন্যতম । -যা মুসলিম উম্মাহর উপর এক সুদূরপ্রসারী গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এটা এমন এক জটিল ও কূটিল ফেতনা যে, শুধু ইসলামের প্রদীপ দ্বারা যার মোকাবেলা সম্ভব নয় । বরং সেখানে সঠিকপথ অনুসন্ধানের জন্য চাই নবুওয়াতের দ্যুতি । আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে: government of the people by the people for the people অর্থাৎ, সরকার জনগণের মধ্য থেকে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য

নির্ধারিত ও নির্বাচিত হবে । যার সার কথা হলো: "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" !! গণতন্ত্রের ফিতনা আল্লাহর পরিবর্তে মানবনীতিকে মা'বুদ বানানোর ফিতনা, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে বিধানদাতা বানানোর ফিতনা। আল্লাহর আইন ও বিধান অনুমোদনের জন্য গাইরুল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, মুসলমানদের মহান প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত থেকে বের করে সূক্ষ্ম কৌশলে গাইরুল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত করানো এবং ভ্রষ্ট নেতা-নেত্রীদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করানোর ফিতনা । মোটকথা, এই গণতন্ত্র একটি সর্বগ্রাসী ফিতনা। এটি এমন এক অন্ধকারচ্ছন্ন অমানিশার ফেতনা, যেখানে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায় । যেখানে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমান ও মিথ্যার বেসাতিতে হারিয়ে যায় । এতে শিরক-কুফর ভরপুর থাকলে বাহ্যত তা অতি উৎকৃষ্ট এবং ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয় । সুতরাং এটা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, গণতন্ত্র নিছক একটি ফিতনা নয়, বরং শত-সহস্র ফেতনার জন্মদাতা, সংক্রামক ব্যাধি। যা মুসলিম উম্মাহর গায়ে বর্তমানে জোকের মত লেপ্টে আছে । গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে- "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" অথচ আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কালামে মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছেন:- الا له الخلق والأمر "নিশ্চয় সৃষ্টি যার বিধানও চলবে তার" ।
(সূরা আ'রাফ-৫৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:- ان الحكم الا لله অর্থাৎ- "বিধান কেবলমাত্র আল্লাহরই" ।

(সূরা:- আন'আম-৫৭, ইউসুফ-৪০) ।

হে আমার প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

আমরা বুঝতে পারলাম যে, গণতন্ত্র ইসলামের সাথে পূর্ণমাত্রায় সাংঘর্ষিক । কেননা গণতন্ত্রের মূল কথা হলো: 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' । অথচ ইসলাম বলে- একমাত্র মহান আল্লাহ পাকই হলেন সকল ক্ষমতার উৎস ।

কাজেই গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে 'বস্তু ও মানুষের উপর' আর ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ পাকের ক্ষমতা ও শক্তির উপর' । অনুরূপ ভাবে গণতন্ত্র বলে:- আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপরিহার্য, অথচ ইসলাম বলছে- কুরআনে কারীমে ঘোষনা করছে-

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ- (হে নবী !) যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতানুসারে চলেন তাবে তারা আল্লার পথ থেকে আপনাকে বিচ্যুত করে ছাড়বে ।

সম্মানিত পাঠক!

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, পৃথিবীতে সর্বকালে, সর্বযুগে ভালোর চেয়ে মন্দের সংখ্যাই বেশী ছিলো । যেমন বর্তমানে সারা বিশ্বে মুসলিমদের চেয়ে কাফেরের সংখ্যাই বেশি । সাড়ে ছয়শ কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচশো কোটিই অমুসলিম । আবার দেড়শ কোটি মুসলমানের মধ্য থেকে বেনামি, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি পাপে জড়িতদের বাদ দিলে খাটি মুসলমানের সংখ্যা আর কত হবে? অনুরূপ ভাবে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত, জ্ঞানীর চেয়ে মূর্খের এবং বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকা লোকের সংখ্যাই' বেশি ।

অতএব, যদি অধিকাংশ মানুষের মতামত দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তহলে এতে যে নির্বোধ, অশিক্ষিত, ও অযোগ্যদের মতই প্রাধান্য পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না । আর এমন সিদ্ধান্তে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। আর যে সিদ্ধান্তে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক বিষয়, সে মতার্দশ দ্বারা-আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে-বিধান নির্ধারণ আদৌ সম্ভব নয় । কেননা প্রবিত্র কালামে ইরশাদ হচ্ছে:-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:-

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

এবং রাসূলে আরাবী (স.)হাদীসে পাকে বলেন,

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

অর্থাৎ- আমি তোমদের মাঝে দুটি বিষয় (বিধান গ্রহণীয় হিসেবে) রেখে যাচ্ছি- একটি হলো- আল্লাহ পাকের কালাম, আরেকটি হলো- আল্লাহর রাসূল (স.) এর সুন্নাহ্ (আদর্শ) ।

সার কথা এই যে, গণতন্ত্রে ‘মাথা হিসাব করা হয় । এখানে একজন জ্ঞানী, শিক্ষিত ও শাইখুল হাদীস, আর সাধারন অশিক্ষিত ভ্যানচালকের রায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । একজন তত্ত্ব জ্ঞানী মুফতী বা মুফাসসির আর ঐ কদম আলী-নায়েব আলী যে নিজের নাম লিখতে গিয়ে ১০ টি কলম ভাঙ্গে এদের প্রত্যেকের রায় এখানে সমান!!

সত্যিই বিচিত্র এর নিয়ম পদ্ধতি!!

অথচ প্রবিত্র কালামে মাজীদে ঘোষনা করা হয়েছে:-

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ- যারা জানে, যারা জানেনা তারা সমান নয়।

চলবে......

নিশ্চয়ই মুসলিম রাষ্টের কল্যাণের উপরে
উম্মাহর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে,
আর নিশ্চয়ই জামা'আর কল্যাণের উপরে
মুসলিম রাষ্টের কল্যাণ প্রাধান্য পাবে,
আর নিশ্চয়ই ব্যক্তির কল্যাণের উপরে
জামা'আর কল্যাণ প্রধান্য পাবে ।

শাইখুল মুজাহিদীন উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

শহিদগণের ফযিলত

-আব্দুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন.

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তোমরা 'মৃত' বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তূ তোমরা তা বুঝ না।

শহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তারা জীবিত কিন্তু আমরা বুঝতে সক্ষম নই । ইবনে কাসির (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসলিম শরিফের একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, শহিদগনের আত্মাগুলো সবুজ রঙ্গের পাখীসমূহের দেহের ভিতরে রয়েছে এবং তারা বেহেস্তের মধ্যে যথেচ্ছা চলে ফিরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ঐসব প্রদীপের উপর এসে বসে যা আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে । মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, মুমিনের রূহ একটি পাখী যা বেহেশতের গাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে । এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনের আত্মা তথায় জীবিত রয়েছে । কিন্তু শহিদগনের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ।

প্রবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত ধারনা করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

'আল্লাহু আকবার'। আল্লাহ তাআলা শহিদদের জন্যে রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন ।

শহিদগণের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে তারা শহিদ হওয়ার পর তাদের সবশেষে চাহিদা থাকবে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসা । আল্লাহ তা'আলা কত উত্তম করে দিয়েছেন । আরো বলা হয়েছে যে, শহিদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে । রাসূল (স.) নিজেও শহিদ হওয়ার ব্যাপারে অনেক ইচ্ছা পোষন

করেছেন, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি,সেই সত্তার সপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার নিকট অত্যান্ত পছন্দনীয় বিষয় হলো আমি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়ে যাই, আবার জীবন লাভ করি, আবার শহিদ হই, আবার জীবন লাভ করি, এবং পুনরায় শহিদ হই । এছাড়া রাসূল (স.) আরো বলেছেন, যারা আল্লাহ পথে শহিদ হয় ফেরেশতারা তাদের দেহে ছায়া দান করেন ।

হাদীসে এসছে শহিদদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছয়টি পুরষ্কার রয়েছে,

১.শহিদের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয় ।

২.জান্নাতে শহিদের আবাসস্থল চোখের সামনে দেখানো হয় ।

৩.শহিদের কবরে আযাব হয় না ।

৪.ভয়ানক-আতঙ্কজনিত কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে শহিদ ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে ।

৫.শহিদদের মাথায় মহাসম্মানিত টুপি পড়ানো হবে, যে টুপি তৈরি করা হবে ইয়াকুত নামক পাথর দ্বারা । যে পাথরের ক্ষুদ্রাংশ দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের চেয়েও উত্তম । শহিদের সাথে বাহাত্তরজন মহা পবিত্রতমা জান্নাতী হুরের বিয়ে দেয়া হবে ।

৬.এবং প্রত্যেক শহিদকে তার নিকটাত্মীয় থেকে ৭০ জন লোকের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে ।

শহিদদের মৃত্যুর ব্যাপারে হাদীসে এসছে যে, তাদের মৃত্যুর ব্যাথা হবে এমন যে, তাকে একটি পিপড়া কামড় দিয়েছে ।

শহিদদের ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের নেক আমলের সাওয়াব জারী থাকবে ।

সামনে শত্রু বাহিনী, পিছনে সমুদ্র,
পালাবার কোন পথ নেই।
হয়তো শরীয়ত
নয়তো শাহাদাত

তারেক বিন যিয়াদ

বিশ্ব ব্যাপি মুজাহিদীনদের নিত্য-নতুন সংবাদ পেতে এবং তাওহীদ ও জিহাদ এবং শরিয়তের অন্যান্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে, ভিজিট করুনঃ-

https://dawahilallah.in/forum.php

ফোরামে রেজিস্ট্রেশন করতে ঃ-

https://dawahilallah.in/register.php

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা প্রবিত্র কোরআনে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থাৎ,হে ঈমানদারগন তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ ও তোমাদের সাহায্য করবেন । এবং তোমাদেরকে ইসলামের উপর দৃঢ় রাখবেন ।

অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহয্য করবেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে । কেননা, আমল অনুযায়ী প্রতিদান হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে: 'যে ব্যক্তি বাদশাহর কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌছাতে দেয় যা ঐ ব্যক্তি নিজে পৌছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন ।'

সুতরাং হে উম্মাহ ! মুসলিমদের কাছে সব'চে বড় ফযিলতের বিষয় হচ্ছে ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকতে পারা। আর আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করছেন যে, তিনি আনসারদেরকে ইসলামের উপর অটল রাখবেন ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে ।

অন্যত্রে আল্লাহ (সুব.) তার মুমিন বান্দাদেরকে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ হে ঈমানদারগন তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও । যেমনি ভাবে ঈসা ইবনে মারিয়াম বলেছিল...।

মহান আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা-সর্বদা জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, কথা এবং কাজের দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) এর ডাকে সাড়া দেয়। ঈসা (আ.) যেভাবে তার গোত্রসমূহকে বলেছিল তোমরা আল্লাহর সাহয্যকারী হয়ে যাও ঠিক

তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) হজ্জের মৌসুমে বলেছিলেন,এমন কেউ আছে যে আমাকে জায়গা দিতে পারবে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাহ কে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? তখন মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রাসূল (স.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং সকলেই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূল (স) তাদের বাসভূমিতে চলে যান তবে কোনক্রমেই তারা তার ক্ষতি সাধন হতে দিবে না । তারা তার পক্ষ হতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাকে রক্ষা করবে । অতঃপর রাসূল (স.) যখন সাহাবীদের নিয়ে হিজরত করে তাদের বাসভূমিতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং তাদের কথাকে বাস্তবে রূপদান করলেন । যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন ।

মুজাহিদ ও শহিদদের বিস্ময়কর অনেক ঘটনাই তো আমরা শুনেছি, কিন্তু 'আনসার আল ইসলাম'-এর সৈনিকদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান কি আমরা শুনেছি ? হ্যাঁ বন্ধুরা! আল্লাহ তা'আলার গাইবী নুসরাতের এমন কিছু ঘটনাই আজ তোমাদের শুনাবো।

রবের নিকট ইস্তেখারা এবং দুয়া যখন গোয়েন্দা:

কোন অভিযান পরিচালনা করা এবং সফল হওয়ার জন্য "গোয়েন্দা-তথ্য" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় একটি বিষয়।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মুসলিমিন সিপাহসালার 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী' (রহ.) বলেন-

"কোন অভিযানের দুই-তৃতীয়াংশ জয় করেন গোয়েন্দারা, আর এক-তৃতীয়াংশ করে সৈনিকরা"।

কিন্তু দুর্ধষ জঙ্গি (জিহাদি) গোষ্ঠী আনসার আল ইসলামের গোয়েন্দা কে? কেমন দক্ষ গোয়েন্দা তিনি? যার নিখুঁত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি অভিযান অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মুজাহিদ অলৌকিক এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মেসেজ দিয়েছেন। তিনি বলেন: "ঘুমই আমাদের গোয়েন্দা-রিপোর্ট" মানে! মানে আমরা যখনি কোন অপারেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি তখনই 'ইস্তেখারা' করি, যদি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইশারা আসে তাহলেই সামনে অগ্রসর হই। অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট ইস্তেখারা করাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা রিপোর্ট'। যেমন- কুখ্যাত নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের নিকৃষ্ট চিন্তা-চেতনার ঘৃণ্য 'কীট' মুসলিমদের মাঝে ছড়ানোর গুরুদায়িত্ব পালনকারী অভিষপ্ত দুই কুলাঙ্গারের উপর একসাথে অভিযান চালানোর ব্যাপারে আমরা একটু চিন্তিত ছিলাম, কারণ তাদের দুইজনই থাকতো ভিন্ন ভিন্ন দুটি মার্কেটের সুরক্ষিত অফিসে। জনবহুল এলাকায় । মার্কেটের ভিতর । যেখানে অভিযান চালিয়ে ফিরে আসা অত সহজ নয়। আবার সিকিউরিটিগার্ড, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি তো আছেই।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! এই অবস্থার মধ্যে এক সারিয়ার (অভিযান) কমান্ডার স্বপ্নে দেখলেন যে, তারা দুটো 'অভিযান পরিচালনা করে নিরাপদে ফিরে আসছেন। যদিও এই সারিয়ার কমান্ডার জানেন না যে, অপর আরো একটা সারিয়ারও প্রস্তুতি চলছে।

অপারেশনের অন্যান্য মুজাহিদগণও একই দিনে ভালো ভালো কিছু স্বপ্ন দেখলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! এই স্বপ্ন দেখার পর আমরা আত্মিক প্রশান্তির সাথে সামনে অগ্রসর হলাম।

আল্লাহর কৃপায় স্বপ্নে যা দেখা হয়েছিলো তারই বাস্তবায়ন ঘটলো! অকল্পনীয় সহজতা এবং নিরাপত্তার সাথে সারিয়া সফল করে মুজাহিদীনরা ফিরে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

চাপাতি হাতে যখন মালাইকা!!

অনুরূপভাবে, বাংলাদেশে সমকামী 'দের রাঘববোয়াল এবং সমকামীদের অধিকার বিষয়ক পত্রিকা 'রূপবান' -এর সম্পাদক নরপিশাচ জুলহাজ মান্নান ও তার সহযোগীকে জাহান্নামে পাঠানোর পূর্বে আমাদের পরিকল্পনা ছিলো শুধু জুলহাজকে হত্যা করা। সেখানেও আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণকালে এক মুজাহিদ স্বপ্নে দেখলেন যে, সে একটা সারিয়া করে নিরাপদে ফিরে আসছে এবং সেখানে দুটো মাথা পরে আছে। আলহামদুলিল্লাহ এবারো সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটলো। আল্লাহু আকবার! কত উত্তম গোয়েন্দা তথ্য! কত নিখুঁত গোয়েন্দা কার্যক্রম! যার তথ্যে কোন ত্রুটি নেই।

সে মুজাহিদ জানালেন, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মুজাহিদীনে কেরাম যখন মানবরূপী এই পশুটার(সমকামী জুলহাজ মান্নান) বাসায় যায় তখনি বাঁধে বিপত্তি! প্রথমেই নিরাপত্তারক্ষীদের বাঁধা এরপর স্থানীয় লোকজন ও পথচারীদের গণজোয়ার। অতঃপর থানায় ফোন। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ উল্টো। বাঁধা যেন পাহাড়ের রূপ ধারণ করেছে। শত্রু বাহিনী দাঁত বের করে ধেঁয়ে আসছে। এখন উপায়! শত বাঁধার পাহাড় মাড়িয়ে অবশেষে মুজাহিদীনে কেরাম আল্লাহর অশেষ রহমতে অপারেশন সম্পন্ন করে বেরিয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ!

এবার ঘটে আরেক কান্ড! থানা থেকে অপারেশনের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেড এলার্ট দিয়ে স্পটে চলে আসে কুখ্যাত(তাগুত)পুলিশ বাহিনী। সামনেই ফিরার পথে মুজাহিদীনদের সেই দল। দেশের নামীদামী সংবাদ মাধ্যমগুলোর সৌজন্যে(!) আমরা জানতে পেরেছিলাম- "হামলাকারীরা ছিলো পাঁচজন,তাদের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপর হামলাকারী পুলিশের উপর আক্রমণ করে, এতে আটক হামলাকারী পালিয়ে যায়।"

আর সি.সি. ক্যামেরার ফুটেজে ভেসে উঠলো- চারজন একসাথে দৌড়ে চলে যাচ্ছে , তাদের ৩০-৪০ সেকেন্ড পর পঞ্চমজন দৌড়ে আসে।

এখন প্রশ্ন হলো: 'পাঁচ'জনের মধ্যে 'চার'জন যদি আগে চলে যায়, আর তাদের ৩০-৪০ সেকেন্ড পর পঞ্চমজন (যাকে আটক করা হয়েছিলো) আসে,তাহলে পুলিশের উপর আক্রমণ করলো কে? যার আঘাতে পুলিশ হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলো!

-এ বিষয়টি আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত আটক মুজাহিদ ভাইয়ের বর্ণনা থেকে জানবো। -ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহর অনুগ্রহে সকল মুজাহিদীন যখন একত্রিত হন তখন যে মুজাহিদ কে মুরতাদ বাহিনী ধরে ফেলেছিল তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল। ভাই! আপনার কি হয়েছিল একটু বিস্তারিত বলেন। তখন তিনি বললেন, আমি যখন সকলের সাথে আসছিলাম তখন আমি আমার ব্যাগ-এর ওজনের কারণে একটু পিছনে পড়ে যাই।(উল্লেক্ষঃ এই মুজাহিদ অন্যদের থেকে বয়স্ক। শাহাদাতের আশায় এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জিহাদে শরীক আছেন। -আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন!) হঠাৎ

দেখি মুরতাদদের একটা গাড়ি আমার সামনে এসে ব্রেক করল। অন্য ভায়েরা আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। এমতাবস্থায় মুরতাদ বাহিনী আমাকে ঘিরে ফেলল। আমিও তাকবির দিয়ে সাধ্যানুযায়ী চাপাতি দিয়ে আঘাত শুরু করি। এক পর্যায়ে আমি রাস্তায় পরে যাই। আর তাগুত বাহিনী আমার দিকে পিস্তল তাক করে গুলি করতে করতে আমাকে কাবু করে ফেলে।

হঠাৎ দেখি আমাদের টীমের এক ভাই চাপাতি উঁচু করে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তারপর সেই ভাই আমাকে তাদের থেকে উদ্ধার করে বলল আপনি দৌড়ে চলে যান। আমি দৌড়ে চলে আসি এবং কিছুদূর এসে সকল ভাইকেই পেয়ে যাই। এমনকি যে ভাই আমাকে উদ্ধার করল তাকেও দেখলাম সে এখানেই আছে। পরে আমি যখন আমার ঘটনা তাঁদের বললাম তারা সবাই আশ্চর্য হল। কারণ, আমার এই অবস্থার কথা তারা বুঝতেই পারে নাই। তারা আমার অবস্থা কিছুই জানে না, তারা কেউ আমাকে সাহায্য করতেও যায় নাই। তারা শুধু আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের সকলেরই ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইলো না। আমরা সবাই বুঝলাম আল্লাহ্ তা'আলা ওই মুজাহিদ ভাইকে মালাইকা দ্বারা সাহায্য করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

সাদাকাল্লাহুল আজিম ওয়া সাদাকা রাসুলুহুল কারিম। সুবহানআল্লাহ! রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ (সুব.) কি সত্য বলেন নি?

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

"যে আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন।"

কুরআন সাক্ষী, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের সাহায্য করেছিলেন, তিনি কিন্তু এখনো সাহায্য করতে সক্ষম।

মৃত্যু যখন শাহাদাত।

শহিদ মুকুল রানা(রহ.):

সর্ব কালেই আবু জাহেল,আবু লাহাবের প্রেতাপ্তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আলোকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে ইসলামের কাণ্ডারি প্রেরণ করেছেন।

পুরো দেশ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুৎসা রটনাকারী কুলাঙ্গারদের দ্বারা ভরে যাচ্ছিলো তখনি তাদের "যম" হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শহিদ মুকুল রানা(রহ.)।

শহিদ মুকুল রানা(রহ.)কে গত ২৩/২/১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশের তাগুতবাহিনী গ্রেফতার করে এবং দীর্ঘ ৪ মাস পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এ পুরো সময়কাল তিনি তাগুতের গোপন টর্চারশেলে বন্দি ছিলেন। এ সময় মহান এ মুজাহিদের উপর নেমে আসে বর্রবরতার বিভীষিকাময় নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন। তাগুতের লেলিয়ে দেওয়া হিংস্র হায়েনারা তাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে হযরত বেলাল-খাব্বাবের ঘটনা যেমন তুলি দিয়ে মুছে দেওয়া যায় না, তেমনিভাবে শহিদ মুকুল রানার উপর তাগুতীশক্তির লোমহর্ষক অত্যাচারের কথাও মুসলিম জনগণ ভুলে যাবে না।

শহিদ মুকুল রানার উপর ভয়ঙ্কর সব কুকুরেরা ঝাপিয়ে পড়েছিল।এ সকল দানবেরা তাঁকে উল্টোভাবে লটকিয়ে রাখত। ফেরাউনের প্রেতাপ্তারা শাস্তি দিতে গিয়ে তাঁর

একটি পা ভেঙ্গে ফেলেছিল। তাঁর দেহে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হতো। এত নির্যাতনের পরও তিনি ছিলেন ঈমানের বলে বলীয়ান। তাঁর থেকে 'তথ্য' পেতে হায়েনারা তাঁর দেহকে ইলেকট্রিক ড্রিলমেশিন দিয়ে ঝাঁজরা পর্যন্ত করেছে,

কিন্তু শীশাঢালা প্রাচীরের এই মহান মুজাহিদের মুখ থেকে একটি তথ্যও হায়েনারা বের করতে পারেনি।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লহিল আজিম!

দীর্ঘ ৪ মাস জালিমের অত্যাচার আর নিপিড়নে পিষ্ট হয়ে গত ১৪/১৫ রমজান, ২০/২১ জুন ২০১৬ এ শাহাদাতের অমিয়সুধা পান করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

বন্দি হওয়ার আগ পর্যন্ত সবগুলো মেসেজের শেষে ভাই একটি কথা লিখতেন-ই "ভাই! দোয়া করবেন,আল্লাহ যেন আমাকে শহিদ হিসেবে কবুল করেন।"

এই ভাই বন্দি হওয়ার কয়েক মাস আগে সকল ভাইদের উদ্দেশ্যে ১-টি চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠির শিরোনাম ছিল: "আসুন শাহাদাতের পেয়ালা থেকে পান করি"।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা ভাইয়ের তামান্না পূর্ণ করেছেন।

শাহাদাতের পর রমজান মাসে তাঁর ঘনিষ্ঠ অপর এক হাফেজে কোরআন মুজাহিদ ভাই তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো- ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?

তখন তিনি ঐ হাফেজের হাত ধরে একটি বাগানের দিকে নিয়ে যান।

হাফেজে কোরআন বর্ণনা করেন: ফুল ও ফলে ভরপুর,বিভিন্ন পাখির গুঞ্জনে মুখরিত, সবুজ শ্যামল, আত্মতৃপ্তিকারী এমন সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। সেখানে যাওয়ার পর আমি আরো অনেক যুবক-কিশোরকে দেখতে পেলাম। এবার ভাই আমার হাতটি ছেড়ে দিলেন। ভাইকে আমি আর দেখতে পাইনি। এমতাবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শহিদ মুকুল রানা ভাইকে আরো অনেক মুজাহিদ ভাই স্বপ্নে ভালো ভালো অবস্থায় দেখেছেন।

অন্য এক মুজাহিদ ভাই দেখেছেন যে, তিনি সবুজ পাখির ডানায় উড়ে বেরাচ্ছেন। অপর আরো এক মুজাহিদ ভাই দেখেছেন তিনি বলতেছেন, আমি আমার কাজ সম্পন্ন করে এসেছি, এবার আপনারা আপনাদের কাজ জারি রাখেন।

ওরা চেয়েছিল ভাইকে মেরে ফেলতে,কিন্তু আল্লাহ ভাইকে চিরকালের জন্য জীবিত করে দিলেন।

তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেছেন-"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না।" প্রিয় বন্ধুরা! ঐ বাগান আমাদের আহ্বান করছে। যাবে না সে বাগানে??

শহিদ মুকুল রানা (রঃ) এর স্মরণে একটি কবিতা...

তোমাকে ভুলিনি

হে শহিদ তোমাকে ভুলিনি ভুলিনি
তোমাকে আমরা ভুলিতে পারিনি,

তুমিতো ছিলে বীর বাংলার জমিনে
তুমিতো মহাবীর আশিক রাসূলের,
তুমিতো ছিলে তীর শাতিমে রাসূলের
কাপিয়েছ অন্তর নাস্তিক,বেঈমানের,
তোমাকে আজো মোরা ভুলিনি...

রক্ষা করেছ তুমি সম্মান রাসূলের
খতম করেছ তুমি শাতিমে রাসূলের
তুমিতো মুমিনের হৃদয়ের প্রিয়জন
তোমারি কাজে খুশি প্রভু রহমান
তোমাকে আজো মোরা ভুলিনি...

পাঠিয়েছ শাতিমদের জাহান্নামের ঠিকানায়
তুমিতো চলেগেছ জান্নাতের বালাখানায়
শাতিমেরা চলেগেছে নিকৃষ্ট জাহান্নমে
তুমিতো সবুজ পাখি হয়ে উড়ছ জন্নাতে
তোমাকে আজো মোরা ভুলিনি...

আশাকরি যে কেউ ধৈর্য্য নিয়ে পড়বেন ইনশাআল্লাহ আল-কায়েদার বৈশ্বিক মানহাজ নিয়ে বুঝতে পারবেন।

বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় দক্ষতা এবং সমর্থকদের অভুতপূর্বভাবে নিজের দিকে সমবেত করার সাথে সাথে ইসলামিক স্টেটের যে উত্থান, তা গ্লোবাল জিহাদিস্ট আন্দোলনে আল-কায়েদার যে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল,তাকে হুমকির সম্মুখিন করে দেয়। এক সময় বিশ্লেষকদের বড় একটা অংশ বিশ্বাস করা শুরু করেছিলেন যে, আইএস হয়তো আল-কায়েদার ঔজ্জ্বল্যকে 'ম্লান' করে দেবে। বরং আল-কায়েদার অস্তিত্বকেই অপ্রসঙ্গিক ও বিলুপ্তির সম্মুখীন করে দেবে। সাধারণভাবে অনেকে মনে করেছিল, এ অবস্থায় আল-কায়েদা কেবল তখনই প্রাসঙ্গিক থাকতে পারবে যদি তারা পাশ্চাত্যে কিছু সন্ত্রাসী হামলা করে অথবা আইএসের মত নিষ্ঠুরতা দেখায় এবং আইএসের এই জাঁকজমকপূর্ণ মডেলের অনুসরণ করে। কিন্তু আল-কায়েদা এই প্রচলিত ধারণাকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলো। তারা শুধু আইএসের হুমকি থেকে টিকে-ই থাকলো না, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা কৌশল অবলম্বন করল, যাতে তাদের দিকে মনোযোগ না থাকে। ফলে আল-কায়েদা আরো শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হলো। নিজের সুনামকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে বলবত রাখল। যেখানে আইএস অনেক বেশী নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছিল, সেখানে আল-কায়েদা তাদের সাথে নিজেদের পার্থক্য তৈরীর মাধ্যমে আরও বেশি করে এই অঞ্চলে কাজ করার সুযোগ করে নিল। এই প্রবন্ধে আল-কায়েদার এই (আদর্শ)মডেলের গত এক দশকে কী পরিবর্তন হয়েছে তা দেখানো হবে। এবং দেখানো হবে কিভাবে তারা এই চ্যালেঞ্জগুলো বিচক্ষণ পরিকল্পনা এবং কৌশলগত ধৈর্যের সংমিশ্রণে বারবার মোকাবিলা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 'লিওন পানেট্টা' ২০১১ সালের জুলাই মাসে দাবি করেন যে, আল-কায়েদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৌশলগত পরাজয়ের সম্মুখীন। 'পানেট্টাই' প্রথম নয় যে, আল-কায়েদার আসন্ন পতনকে লক্ষ্য করছিল বরং মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম উভয় জায়গার পর্যবেক্ষকরাই ২০১১ সালের গোড়ার দিকের আরব বসন্তকে আল-কায়েদার জন্য আরবদের পক্ষ থেকে একটা 'অস্বীকৃতি' হিসেবে দেখছিলেন। কারণ এ সময় যে নাটকীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় তা মূলত তেমন

কোন সহিংসতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল।তাই তারা আগে থেকেই ধারণা করছিলেন যে, আল-কায়েদার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা রূঢ় ভাবে কমে যাবে।

কিন্তু আল-কায়েদা এবং এই জিহাদি মুভমেন্ট তাদের ভবিষ্যৎবাণীকে হার মানিয়েছে। এই সংগঠন এবং মুভমেন্ট গত ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী এই অস্থিতিশীল অঞ্চল থেকেই উপকৃত হয়েছে। এবং আল-কায়েদা এটাকেও নিজেদের জন্য সহনীয় করে নিয়েছিল। ২০১৪ সালে বেশিরভাগ বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আল-কায়েদা জিহাদি মুভমেন্টের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে তখনই, যখন তাদের এক সাবেক সহযোগী সংগঠন আইএস ২০১৪ সালে উত্তর ইরাকে একটি অতিশয় সফল আক্রমণ পরিচালনা করে এবং আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখা থেকে আনুগত্য আদায় করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে তারা একে অপরকে টেক্কা দেয়া শুরু করলো। এই তর্কের সবচেয়ে চরম সংস্করণ ছিল যে, "আল-কায়েদা এখন জিহাদি সংগঠনগুলোর মধ্যে দুই নাম্বারে রয়েছে।" বরং এ সময় বলা হচ্ছিল যে, এই গ্রুপ টি ২০১৬ সালের আগেই ভেঙ্গে যাবে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন প্রেস কভারেজ এবং বিশ্লেষণ মোটামুটি তাই বলছিল , যা পশ্চিমা বিশ্লেষক এবং কর্মকর্তারা বলেছে। যেমন,একজন আলজেরিয়ান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, "আল-কায়েদা উধাও হয়ে যাবে, তাদের চেয়ে আরও চরমপন্থি ইসলামিক স্টেটের জন্য পথ করে দিয়ে।" আইএসের অনলাইন ভক্তদের অনেকেই এই সুযোগ কাজে লাগাল। তারা আল-কায়েদার বিভিন্ন সংগঠনের সামান্য অনৈক্য অথবা কোন আইএস পন্থি সংগঠন আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের মধ্যে কাজ করলে তা বারবার অতিরঞ্জিত করে প্রচার করতে থাকলো।

কিন্তু আল-কায়েদা ধ্বংস না হয়ে, উল্টো আইএসের এই উত্থান ও তাদের নিষ্ঠুরতাকে একটা কৌশলগত সুযোগ হিসেবে নিল। টিকে থাকার জন্য তারা একটা টেকসই পদ্ধতি বেছে নিল এতে তাদের কাজ অনেক কমিয়ে দিতে হয়। ফলে তাদের উপর মনোযোগ একেবারেই কম থাকে। এভাবে আল-কায়েদা শান্তভাবে এবং এখনো অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সাথে নিজেদের সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলছে। এছাড়াও সিরিয়া এবং ইয়েমেন যেখানে তারা বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থানীয় মানুষদের মাঝে প্রোথিত করেছে।

আইএসের জাঁকজমকের সাথে সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় আল-কায়েদার সিদ্ধান্ত ছিল আরও গোপন এবং বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকা, যা অনেকের কাছে-ই প্রথমে অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এটা ছিল ফলপ্রসূ এবং এভাবে আল-কায়েদা সাফল্যের সাথেই 'আইএস ঝড়ের' মোকাবেলা করল।

এগুলো হল ২০০৭-০৯ সালে আল-কায়েদা ইন ইরাকের পরাজয়, ২০১১ সালের আরব বসন্ত এবং আইএসের উত্থান। এই তিনটি ঘটনাতে আল-কায়েদার প্রতিক্রিয়া ছিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অতএব,যে পথ আল-কায়েদা নির্ধারণ করেছে তাতে যে সকল চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ, তাদের সামনে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোই ব্যাখ্যা করে দেয় যে' "আল কায়েদা ২০১৪ সালের চেয়ে এখন কেন এত বেশি শক্তিশালী। আর কেন এরা আইএসের চেয়ে ভাল অবস্থানে আছে, যাতে ভবিষ্যতে টিকে থাকা যায়"।

এক ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে কর্নেল 'পিটার ডেভলিন' AQI(একিউআই) কে সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ আনবার প্রদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু একিউআই এর এই অতিরিক্ত সহিংসতা পরিণামে উল্টো ফল বয়ে আনে। ২০০৬ সালে আনবার প্রদেশের স্থানীয় গোত্রপতিরা, একিউআই এর এই কৌশল এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে একটি বিদ্রোহের সুচনা করে।

যদিও বেশ কয়েকবার সেখানে গোত্রীয় বিদ্রোহের সুচনা হয়, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় বিদ্রোহ টা সংগঠিত হয় ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে। যখন বড় সংখ্যক স্থানীয় শায়েখরা জনসমক্ষে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই আন্দোলনকে তারা 'সাহওয়া' বা 'গণজাগরণ' নামে অভিহিত করে। এই আন্দোলনে একটি এগার দফার 'ইশতেহার' ছিল। কর্নেল সীন ম্যাকফারল্যান্ড ফার্স্ট আরমর্ড ডিভিশনের ফার্স্ট ব্রিগেডের কমান্ডার বলেন, "তাদের দশ জনের জন্য আমি প্রায় একই ভাবে লিখেছিলাম এবং তারাও আমাকে লিখেছিলেন।" এই গণজাগরণের অন্যতম উদ্দেশ্য আনবারের গভর্নরকে হত্যা করা, যা ছিল একটা কঠিন কাজ।

সাহওয়া শেখেরা আমেরিকানদের সাথে কথা বলতে চাইছিল এবং তাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। ইউএস এই সুযোগটা গ্রহণ করে নিল, কারণ তারা প্রধানত নিজের সৈন্যদের বিভিন্ন জনপদ থেকে দূরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিশাল ঘাটিতে রেখে, অন্যদের দ্বারা প্রতিবিদ্রোহ চালাতে চেষ্টা করছিল। এভাবে আমেরিকানরাই গোত্রীয় বিদ্রোহে পিছন থেকে ভুমিকা রাখে, যা আল-কায়েদাকে আনবার থেকে বের করে দেয়। আনবার গণজাগরণের সাফল্যের পর, পুরো দেশ জুড়ে যেখানেই আল-কায়েদার উপস্থিতি ছিল সেখানেই তাদের বিরুদ্ধে এই মডেলের প্রতিরোধ সংগঠিত হতে থাকে। ফলে এক সময় যে নির্মমতা তাদের শক্তি হিসেবে গন্য হত এখন তা তাদের দুর্বলতায় পরিণত হয় এবং জনগন তাদের সাথে শত্রু ভাবাপন্ন আচরণ শুরু করে। ২০১০ সালের মধ্যে আল-কায়েদা এখানে একেবারে কৌশলগতভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

একিউআই এর এই প্রশ্নাতীত পরাজয় আল-কায়েদার বিশ্বব্যাপী সুনামের জন্য একটা বড় আঘাত ছিল। একিউআই হচ্ছে প্রথম আল-কায়েদার অঙ্গসংগঠন যা ৯/১১ এর পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর ভেঙ্গে পড়া এটাই নির্দেশ করছিল যে আল-কায়দা কোথাও শাসন করতে সক্ষম নয়। আরও উদ্বেগের বিষয় ছিল যেভাবে একিউআই এর পতন হল তা। এটা এই ধারনায় যথার্থতা দেয় যে, আল-কায়েদা, যারা একসময় মুসলিমদের বিদেশী শক্তির হাত থেকে প্রতিরক্ষার শপথ নিয়েছিল তারাই এখন বিজাতীয় দখলদারদের মত আচরন করছে।

এমনকি যখন একিউআই তার শীর্ষচূড়ায় তখনই আল-কায়েদার সিনিয়র নেতারা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিলেন। ২০০৫ সালের জুলাইতে আইমান আয-যাওয়াহিরি (সেসময় বিন লাদেনের সহকারী) 'যারকাবী' কে একটা চিঠি লিখেছিলেন, এতে তিনি এই আবেগপ্রবন জঙ্গি নেতাকে নিজের উগ্র মেজাজ সামলে রাখতে বলেন। যাওয়াহিরিও কোন শান্তিবাদি লোক ছিলেন না। তিনি যারকাবীকে বন্দিদের শিরুচ্ছেদ করার পরিবর্তে গুলি করে মেরে ফেলার উপদেশ দেন। কিন্তু তার ভয় ছিলো যে, যারকাবীর

এই নির্মমতার প্রদর্শনী জনগণকে শত্রু ভাবাপন্ন করে তুলবে। যেমন এক জায়গায় যাওয়াহিরি লিখেছেন “সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যেটা মুজাহিদিনরা উপভোগ করে তা হল মুসলিম জনগণের সমর্থন।” তাই জিহাদিদের “এমন যেকোনো কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা উচিত যা জনগণ বুঝবে না অথবা সমর্থন করবে না।” ঐ বছরের শেষ দিকে আতিয়াহ আব্দুর রহমান, আরেকজন সিনিয়র আল-কায়েদা কর্মকর্তা আরো কঠোর একটা চিঠি প্রেরণ করেন যা যাওয়াহিরির উপদেশেরই প্রতিধ্বনি ছিল। আতিয়াহ যারকাবী কে বলেন যে, সামরিক কৌশলগুলো অবশ্যই এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও পুরণ করে। তিনি এই জর্ডানি বংশোদ্ভূত নেতাকে তার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সহিংসতাকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে বললেন, অন্যথায় এটা আল-কায়েদার জন্য যে সাধারণ সহানুভূতি আছে তার ক্ষতি করতে পারে। আতিয়াহ যারকাবী কে জনগণের ভুল ত্রুটির উপর অত বেশি মনোযোগ না দেয়ার উপদেশ দেন। এবং তাদেরকে এজন্য সহ্য করতে বলেন যাতে পরবর্তীতে তারা উল্টো যেন কোন ধরনের শত্রু তে পরিণত না হয়। কিন্তু একিউআই এর প্রতি সেন্ট্রাল আল-কায়েদার এসব আহবান উপেক্ষিত থেকে যায়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে আল-কায়েদার সিনিয়র নেতৃ বৃন্দের সাথে একিউআই এর এই মতানৈক্যই মুলত আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ কৌশল এবং আইএসের উত্থানের ফলে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। ২০১০ সালের মধ্যেই একিউআই এর এভাবে ভেঙ্গে পড়ায় আল-কায়েদার সিনিয়র নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধার করা। বিন লাদেনের অ্যাবোটাবাদ কম্পাউন্ড থেকে উদ্ধার করা কিছু কাগজপত্রে এসময় আল-কায়দা নেতাদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

আল-কায়েদার প্রাথমিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রুপের কৌশলের পরিবর্তন। ২০১০ সালের মে মাসে আতিয়াহকে লেখা বিন লাদেনের চিঠিতে তিনি আল-কায়েদার অভিযানে নতুন ধারার প্রস্তাব করে লিখেন যে, যেসব ভুল আমরা করেছি তার সংশোধন করতে হবে এবং সে সকল মানুষের আস্থা আবার অর্জন করতে হবে যারা জিহাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এই নতুন ধারার লক্ষ্য ছিল একটি জনগনকেন্দ্রিক কৌশল যে কৌশল ব্যবহার করে এর আগে ইউএস একিউআই কে পরাজিত করে। বিন লাদেন সতর্ক করে দেন যে, “যদি আল-কায়েদা জনগণকে আবার শত্রু ভাবাপন্ন করে তোলে , তাহলে তারা হয়তো কিছু ছোটখাটো যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল সময়ে পরাজিত হবে।” অন্য আরেকটি চিঠিতে আতিয়াহ, আল-কায়েদা ইন দা আরাবিয়ান পেনিন্সুলার আমির নাসির আল-ওুহাইশিকে মুজাহিদিনদের জন্য মুসলিম জনগণকে জয় করে নেয়ার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বলেন যে, “মাছের জন্য যেমন পানি প্রয়োজন তেমনি মুজাহিদিনের জন্য জনগণের সমর্থন প্রয়োজন” (বিদ্রোহীদের জন্য জনগণের সমর্থন সম্পর্কে মাওয়ের বিখ্যাত প্রবচন)। জনগণকেন্দ্রিক এই কৌশল নেয়ার মানে হল এই সংগঠন একিউআই এর ঐ কৌশলকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে, যেখানে তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে জনগণকে নিজেদের অধিনে রাখতে চাইছিল, তার পরিবর্তে আল-কায়েদা স্থানীয় জনগণের মন জয় করে নেয়ার চেষ্টা শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে আতিয়াহ জনগণের কাছে শত্রু ভাবাপন্ন

হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে একিউআই কে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আল-কায়েদা এমনকি নিজের নামও পরিবর্তন করে ফেলতে চেয়েছিল, এটা দেখানোর জন্য যে, একিউআই এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই । নাম না জানা এক আল-কায়েদার কর্মকর্তা বলছিলেন যে, আল-কায়েদা নামটা এমন যেন এটা শুধুমাত্র একটা "যোদ্ধাদের সামরিক ঘাটি" এবং এই নামটা আসলে এই গ্রুপের যে আসল উদ্দেশ্য "মুসলিম জাতির (উম্মাহ) ঐক্য সাধনের বৃহত্তর মিশন" তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। ঐ লেখক আরও লেখেন যে, এই গ্রুপের নাম ইসলাম থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং এতে "মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা হ্রাস পাচ্ছে যে আমরা আসলে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এতে শত্রুরা চাতুরীর সাথে এটা দাবী করতে পারবে যে, তারা আসলে ইসলাম এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়। তারা আসলে আল-কায়েদা সংগঠনের সাথে যুদ্ধ করছে।" ঐ কর্মকর্তা বেশ কয়েকটি নতুন নাম প্রস্তাব করেন, তার মধ্যে ছিল 'মুসলিম ইউনিটি গ্রুপ'(জামাআত ওয়াহদাত আল মুসলিমিন) এবং 'ইসলামিক নেশন ইউনিফিকেশন পার্টি' (হিযব তাওহিদ আল-উম্মা আল-ইসলামিয়্যাহ)। যদিও আল-কায়েদা-কখনো তাদের মূল সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে নি, তবে গ্রুপটি তাদের এই কর্মকর্তার উপদেশ তাদের পরবর্তী শাখা সংগঠনগুলোর নাম রাখার ক্ষেত্রে মেনে নেয়। বেশ কয়েকটি আল কায়েদা গ্রুপের নাম হল আনসার-আশ-শরিয়া, আবার আল-কায়দার সিরিয়ান অঙ্গসংগঠনের নামের সাথে আল-কায়েদার নামের কোন সম্পর্কই নেই যা হল জাবহাত আন-নুসরা লি আহলি আশ-শাম , যা আন-নুসরা ফ্রন্ট নামেও পরিচিত। (এই প্রবন্ধের উপসংহারে নুসরার সাথে আল-কায়েদার সাম্প্রতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা ব্যাপকভাবে একটি পৃথকীকরণ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে)

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরর মাসে যাওয়াহিরি, যিনি উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর আল-কায়েদার বর্তমান আমির হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি "জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা" প্রকাশ করেন। যা একিউআইয়ের পরাজয়ের পর এই গ্রুপের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটা প্রচেষ্টা। এই নথিতে আল-কায়েদার আরও সংযত এবং জনগণকেন্দ্রিক পদক্ষেপের প্রকাশ দেখা যায়। এখানে যাওয়াহিরি নির্দেশ দিচ্ছেন যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং "পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়"(নন-সুন্নি) গুলোর সাথে সহিংসতায় আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এড়িয়ে চলতে। এবং এমন সকল আচরণ পরিহার করতে যা "জনগণকে বিদ্রোহে" প্ররোচনা দেয়। যাওয়াহিরি একই সাথে আল-কায়দার অঙ্গসংগঠনগুলোকে নারী এবং শিশুহত্যা, বাজার ও মসজিদে হামলা চালানো এমন যেকোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন যার পরিণতিতে মুসলিমদের মৃত্যু হয়, এছাড়া এতে তিনি অন্যান্য ইসলামিক গ্রুপ গুলোকে সাহায্য করা এবং তাদের সাথে একসাথে কাজ করার নির্দেশ দেন, যদিও তাদের সাথে আল-কায়েদার গভীর আদর্শগত পার্থক্য থাকে। একারণে জিহাদিদের দ্বারা সংঘটিত কোন সহিংসতা বা অন্য কোন কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যাওয়াহিরি তাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে বলেন।

এই সাধারণ নির্দেশিকার প্রকাশনা তাদের পাঁচ বছরের অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং বিতর্কের প্রতিনিধিত্ব করে যা একিউআইয়ের রেখে যাওয়া কালো দাগ মুছে ফেলার জন্য প্রণীত হয়েছে। এবং এটা আইএসের সঙ্গে আল-কায়েদার মোকাবেলার কৌশলগত প্রতিচিত্র হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

চলবে..........

সৃষ্টি যার বিধান চলবে একমাত্র তারই

হয়তো শরীয়ত

নয়তো শাহাদাত।

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা ব্রিটিশ দখলদার ও কুফর শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা ও জিহাদ চালিয়ে গিয়েছেন, তাই তারা হক্ব।

>>> আমরা "নাস্তিক ও কুফর সরকার" এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলি,কিন্তু আমরা হক্ব !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা ত্বাগুতী শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করতে গিয়ে বালাকোটের ময়দানে হাজার হাজার শহিদের রক্তের নজরানা দিয়েছেন, তাই তারা হক্ব।

>>> আমরা ত্বগুতী শাসনের বিরূদ্ধে লড়াই করে রক্ত দেয়া দুঃসাহসী যুবকদের "ইয়ো ইয়ো" জেনারেশন আক্ষা দিচ্ছি কিন্তু আমরা হক্ব !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা কুফর শাসিত ভারতবর্ষকে "দারুল হারব" ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, তাই তারা হক্ব।

>>> আমরা ধর্মনিরপেক্ষ কুফর শাসিত ভুখন্ডকে "দারুল আমান" আখ্যা দিয়েছি কিন্তু আমরা হক্ব !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা শাতিমুর রাসূল রাজপালকে হত্যাকারী ইলমুদ্দীন রহ. কে শহিদ আখ্যা দিয়ে তার এই অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কর্মের জন্য গর্বের সাথে তাকে উম্মাহর বীর আখ্যা দিয়েছিলেন, তাই তারা হক্ব।

>>> শহিদ ইলমুদ্দীনের অনুসরণে বাংলার যমীনে শাতিমদেরকে উচিৎ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকে আমরা সন্ত্রাস আখ্যা দিয়েছি এবং সেইসব মহান যুবকদেরকে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে অবুঝ ও আনাড়ি বালক আখ্যা দিয়েছি, কিন্তু আমরা হক্ব !

★★★ আমাদের পূর্বসূরী ওলামারা কুফুরী আইনে পরিচালিত ব্রিটিশ শাসনের কাছে মাথানত করেননি। এজন্য হাজার হাজার আলিমের মাথা কেটে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের দু'পাশের গাছগুলোতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। তাদের ঈমানী দৃঢ়তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কারণ তারা ছিলেন হক্ব।

>>> আমরা কুফুরী আইনে পরিচালিত ধর্মনিরপেক্ষ ত্বাগুত সরকারের সাথে সহাবস্থান করতে গিয়ে ‘জঙ্গি’

নামে জিহাদের বিরুদ্ধে এক দরবারীর ফাতাওয়ায় স্বাক্ষর করেছি এবং জঙ্গিবাদের অন্তরালে জিহাদের বিরদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছি, কিন্তু আমরা হক্ব।

আসলে আমাদের হক্বের এই সার্টিফিকেট বড্ড মজবুত, শক্ত। এটি পানিতে ভিজিয়ে রাখলেও নষ্ট হয় না, আগুনে ফেলে দিলেও পোড়ে না। ফারদুল 'আইন জিহাদ না করলেও এই সার্টিফিকেটের ডিগ্রী কমে না। জিহাদকে জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে ত্বাগুত সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে জিহাদের বিরোধিতা করলেও অক্ষয় এই সার্টিফিকেটের কোনো হেরফের হয় না। উম্মাহর শৌর্যবীর্য ও বিজয়ের একমাত্র মাধ্যম জিহাদের পতাকাকে জগতব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া এবং রক্তের নদী উৎসর্গ করা তানযীম ক্বায়িদাতুল জিহাদ তথা আল-ক্বা'য়েদা এবং এর সম্মানিত আমীরকে সম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি বললেও সেই হক্ব সার্টিফিকেটের ডিগ্রীতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

এই সার্টিফিকেট কি পরকালে আমার কোনো উপকার করতে পারবে ?

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টি করবেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি করবেন। (মুসলিম)

হক্ব কে' তা চিনার জন্য আমীরুল মুমিনীন আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ) এর বর্ণিত আছারটি লাইটহাউজ হিসেবে কাজ করবে ইনশা আল্লাহ্।

আলী রাঃ বলেন,

لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله

যার সারমর্ম হচ্ছেঃ সত্যকে ব্যাক্তি দিয়ে নয় বরং ব্যাক্তিকে সত্য দিয়ে চিনতে হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা আমাদের সালফে সালেহীনের মাধ্যমে হক্ব চিনেছি। আর তার আলোকেই হক্বের পথিকদেরকেও চিনে নেবো ইনশাআল্লাহ্।

থানবী (রঃ) এর একটি মালফুজ হল, এক এলাকায় জনৈক পীর সাহেব কিছু লোকদের ইসলামে দীক্ষিত করে কিছু উপদেশাবলি দিয়ে জান, পরবর্তি বছর দাওরা করতে এসে তাদের অবস্থাদি জিজ্ঞেস করেন, নামাজ কালামের খোজ খবর জানতে চান , অযুর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানিয়েছে আপনি আমাদের যে অযু করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা সেটি দিয়েই নামাজ পড়ছি। অর্থাৎ পীর সাহেবের করিয়ে দেওয়া অযু এক বৎসরেও তাদের ভাঙ্গেনি।

এখন আমরা দেওবন্দি হয়েছি তো হক্ব আমাদের - লাযেমে গায়রে মুনফাক- সৃষ্টির অংস হয়ে পড়েছে , আমরা হক্বের বিরোধিতা করলেও 'আহলে হক্ব' আমরাই।

ইহুদীদের ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে নবী আসবে! অসম্ভব!! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তারা আপন সন্তানের চেয়ে ভাল করে চিনত। কিন্তু তারা বলতঃ তাওরাতের শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন দ্বীন আমরা গ্রহণ করব? এমন অধর্মের কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আরবের মুর্খ লোকেরা না বুঝে উম্মি নবী মুহাম্মাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, দেখ আমরা যারা আলেম-উলামা আছি, আল্লাহর কিতাবের

এলেম আমাদের আছে, আমাদের কয়জন মুহাম্মাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে? আমরা কি কম ধার্মিক? আমরা কি বুঝিনা? আব্দুল্লাহ ইবনে ছালামের কথা বল? সে আগে ভালো ছিলো, খাইরুনা ওয়া ইবনু খায়রিনা ছিল, পরে মতিভ্রম হয়েছে, আমাদের মহান পূর্ব পুরুষের দ্বীন ছেড়ে মুহাম্মাদের আনুসারী হয়েছে। এমন দু'একজন ছাড়া আমাদের আলেম বুজুর্গ (আহবার রুহবান) সবাই ১নং আদি আসল খাঁটি দ্বীনের উপর মজবুত আছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

আর হিন্দুরা তো এখনো ফ্রাক্কিত কলির অবতারের অপেক্ষায়। এভাবেই কিছু লোক মাহদির অপেক্ষায় থেকে মাহদি বাহিনীর বিরোদ্ধে তীর না থাকায় তিরস্কার জানিয়ে ফরিজা আদায় করে যাচ্ছে।

হাদিসের ভাষায়ঃ- তোমরা পূর্বসুরিদের অনুসরণ করবে জুতোর দুই পাটি যেমন সমান হয় এমন সমান ভাবে। সেই পূর্বসুরি বলতে মুশরিক এবং আহলে কিতাব এই উভয় দলের উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জিহাদ ও উম্মাহ নিউজ

এখানে উল্লেখিত সংবাদ গুলো হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের এবং অক্টোবরের শুরুর দিকের কিছু সংবাদ

আফগানিস্তান

১/১০/২০১৬

কান্দাহার প্রদেশে ১০ পুতুল সৈন্য নিহত ও ৫ জন মারাত্মকভাবে আহত

গতকাল রাতে কান্দাহার প্রদেশের আরগান্দাব জেলায় মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধে অন্তত ১০ পুতুল সৈন্য নিহত এবং ৫জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে বলে উল্লেখিত জেলা থেকে আসা এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অপরাহ্ন পর্যন্ত গড়ানো বন্দুকযুদ্ধে শত্রু বাহিনী ভূমি মাইনের আওতায় আসে এবং পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয়।

অভিযানে একজন মুজাহিদ শাহাদাতের সুধা পান করেন এবং দুজন আহত হন।

এদিকে শাওয়ালিকট জেলাগামী সড়কটি শত্রুবাহিনীর জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং জেলার কেন্দ্র মুজাহিদীনদের শক্ত অবরোধের মধ্যে রয়েছে।

http://alemarah-english.com/?p=4859

বাদঘিস প্রদেশের কাদিস জেলার বিশাল এলাকা মুক্ত, ২টি চৌকি উচ্ছেদ।

প্রতিবেদনে বলা হয় বুধবার অপরাহ্নে মুজাহিদীনরা কাদিস জেলার খুগার এলাকায় শত্রুবাহিনীর উপর হামলা শুরু করেন। ভারী ও হালকা অস্ত্রের মাধ্যমে চলমান আক্রমণ মধ্যরাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যুদ্ধে ২টি চৌকি পুরোপুরি উচ্ছেদ হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সহ শত্রু বাহিনী পলায়নে বাধ্য হয়। বিশাল এলাকা মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রনে আসে। অভিযানে মুজাহিদীনরা একটি রাইফেল আটক করেন। উল্লেখ্য একজন শাহাদাত বরণ করেন এবং আরেকজন আহত হন।

http://alemarah-english.com/?p=4862

বুধবার হেলমান্দে পৃথক দুই অভিযানে ৪ শত্রু সৈন্য নিহত।

বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মারজাহ জেলায় গুলিতে ২ভাড়াটে সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

একইদিন সাংগিন জেলার কেন্দ্রে শত্রুবাহিনীর একটি নিরাপত্তা চৌকি মুজাহিদীনদের বোমার আওতায় আসে। ফলে ২জন পুতুল সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

http://alemarah-english.com/?p=4864

বাগরাম প্রদেশের পারওয়ান জেলার একটি আমেরিকান সাঁজোয়াযানে ভূমিমাইন আক্রমণে ঘটনাস্থলে ৪ আমেরিকান সৈন্য নিহত।

এখানে উল্লেখিত সংবাদ গুলো হচ্ছে, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের
এবং অক্টোবরের শুরুর দিকের কিছু সংবাদ,
ইনশাআল্লাহ! আগামিতে আমরা এক মাসের বিশ্ব মুজাহিদীন
সংবাদ ও উম্মাহ নিউজের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গুলো
আরো সুন্দর ভাবে এখানে দিবো।

আলেপ্পোতে শিয়া এবং অন্যান্য কুফফারদের গণহত্যার প্রতিবাদে সুদানের মুসলিম জনতা গতকার বিক্ষোভ মিছিল করেছেন......

জাগো উম্মাহ প্রতিশোধের আগুনে..........

মৌরতানিয়ার মুসলিমরা আলেপ্পোতে পরিচালিত গণহত্যার প্রতিবাদ করছেন..

বাংলাদেশীরা কি বসেই থাকবে ?!!!! তবে অপেক্ষা করো হে বঙ্গবাসী তোমাদের উপরও আসছে বেশী দেরী নেই। তখন তোমরা কাঁদবে আর বিশ্ব চেয়ে থাকবে নিরব দর্শক হয়ে ।

বর্তমানে শাম এক মিত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছে

অবরুদ্ধ আলেপ্পোবাসীকে পানি সরবরাহের জন্য ফাতহুশ শামের সেবাকর্মীরা অবিরাম পানির পাইপ লাইন মেরামতের কাজ করে চলছেন ....

আলেপ্পোতে ইলেক্ট্রিক সেবা দিচ্ছেন ফাতহুশ শামের মুজাহিদদের সেবা সংস্থার কর্মীরা .....

হলোকস্ট আলেপ্পো: আলেপ্পো চলছে *সুন্নী মুসলিম গণহত্যা !! হাসবুনাল্লাহ

আলেপ্পোর এই হলো প্রতিদিনের করুন চিত্র: সেখানে কুফ্ফারদের বমবিংয়ে অবিরাম ঝরছে মুসলিমদের রক্ত
আর কতো? হে কুফ্ফার! এবার থাম।

কাশ্মীর

নিরিহ কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর হিন্দু মালাউনরা চালাচ্ছে নির্বিচার ধরপাকর ....

এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না ! একজন কাশ্মীরি মায়ের উপর কুলাঙ্গার হিন্দু মালাউনবাহীর টর্চার : কিভাবে লাঠিপেটা করছে একজন দুর্বল মহিলাকে এই কাপুরুষ মালাউনবাহিনী !!!!

প্রায় ৮,৫০০ কাশ্মীরিরা ভারতীয় দখলদার বাহিনীর হেফাজতে গুম হয়ে গেছে, সন্তানহারা মা-বাবাদের এসোসিয়েশন

বুরহান ওয়ানি নিহত হওয়ার পর হিজবুল মুজাহিদিনের নেতৃত্বের হাল ধরেছেন সবজার-জাকির সংগ্রামের ডাক দেয়া ভিডিওবার্তা এখন কাশ্মীরি তরুণ-যুবাদের হাতে হাতে।

ইনকিলাব ডেস্ক : ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নিহত দুঃসাহসী কাশ্মীরি নেতা বুরহান ওয়ানির পথ ধরে আবার জোরদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক শোনা যাচ্ছে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর ভূ-খন্ডে। এই ডাক প্রশাসনের মুখোমুখি লড়াইয়ের ডাক।
প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। কাশ্মীরি যুবকদের বিক্ষোভে শামিল করতে এমন আহ্বান জানানো হচ্ছে ভিডিওবার্তায়। এই বার্তায় এমন হুঁশিয়ারিও রয়েছে, ভুল করেও যেন কোনো কাশ্মীরি সেনা বা পুলিশে যোগ না দেয়। দিলেই বিপদ। ভূস্বর্গ বলে খ্যাত ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে ভাইরাল এই ভিডিওবার্তার প্রেরক হিজবুল মুজাহিদিন-এর নতুন নেতা সবজার অহমেদ বাট। হিজবুল কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানির বন্ধু এই সবজারই এখন হিজবুলের নতুন পোস্টার বয় এক বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে ৭০ দিন ধরে জ্বলছে কাশ্মীর।
তারই মধ্যে ভারতীয় প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে সবজার আহমেদের ক্ষমতায়ন।
বুরহানের মতো দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা সবজার বয়সে তরুণ। যাকে আপাতত বুরহানের স্থলাভিষিক্ত করেছে হিজবুল নেতৃত্ব। দায়িত্ব পেয়েই সংগঠন মজবুত করতে নেমে পড়েছেন তিনি একটি ভিডিওবার্তায় তরুণদের জিহাদে নামার আহ্বান জানিয়েছেন সবজার, যা এখন কাশ্মীরের কিশোর-তরুণদের মোবাইলে ঘুরছে।
সবজার ছাড়াও সক্রিয় রয়েছেন বুরহানের ঘনিষ্ঠ আরেক নেতা জাকির রশিদ বাট। উচ্চ শিক্ষিত ওই নেতার আরেকটি ভিডিওবার্তাও এখন কাশ্মীর উপত্যকায় ঘুরছে। সম্প্রতি কাশ্মীরে স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল রাজ্য প্রশাসন। ভিডিওতে রাজ্য পুলিশে যোগ দিতে যুবকদের নিষেধ করা হয়েছে। স্বাধীনতাকামী নেতারা জানিয়েছে, পুলিশে নিয়োগের আসল লক্ষ্য ইখওয়ানি (আত্মসমর্পণ করা, ধরা পড়া, সংগঠন ছেড়ে আসা প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিয়ে তৈরি দল। যারা স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে) তৈরি করা, যাতে কাশ্মীরি যুবকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।
ভিডিওতে স্পষ্ট হুমকি রয়েছে, যারা পুলিশে যোগ দেবে তারা নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে, কাশ্মীরি নেতাদের এই হুমকিতে বেশ ভালমতোই কাজ হয়েছে। কেননা, পুলিশে নিয়োগে যে পরিমাণ আবেদন আশা করা হয়েছিল কাজের ক্ষেত্রে ততোটা জমা পড়েনি। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সবজার আহমেদ ও জাকির রশিদ গত দুই মাসে দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় কিশোর-তরুণদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন। কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য এই নেতারা প্রকাশ্যেই এমন তৎপরতা চালাচ্ছেন। ভরতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ মনে করে, কাশ্মীরের এই নেতাদের প্রভাবেই স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগ দিতে ঘর ছেড়েছে দেড় শতাধিক কাশ্মীরি যুবক। তারা পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে তাদের দাবি। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, সবজার ও জাকির দুই হিজবুল নেতাই সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তবে সবজারকেই এক নম্বরে জায়গা দিয়েছে নয়াদিলি। দক্ষিণ কাশ্মীরের রুথসুনা এলাকার এই যুবক বছর পাঁচেক আগে স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগ দেন। বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় বুরহানই সবজারকে দলে টেনে আনেন। অন্য দিকে, জাকির রশিদ বাটের বাড়ি কাশ্মীরের নুরপুরা এলাকায়।
স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগ দেয়ার আগে তার নাম ছিল মেহমুদ গজনভি। চন্ডীগড়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই ছাত্র ২০১৩ সালে ছুটিতে বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর কলেজে ফিরে না গিয়ে স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগ দেন। উচ্চশিক্ষিত হিজবুল নেতা এখন ভারতীয় প্রশাসনের কঠিন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, দুই হিজবুল নেতার ভিডিওগুলোর বক্তব্য মোটামুটি একই রকম। কাশ্মীরি যুবকদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে এর মাধ্যমে। সূত্র : ওয়েবসাইট, এবিপি।

মালাউন সেনা বাহিনী জম্মুর সাধারণ হিন্দু মহিলাদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যাতে করে এদের দ্বারা কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর সহজে ব্যাপক নৃশংসতা চালানো যায়. এবং দায় এড়িয়ে চলাযায়।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কেমন আছ বন্ধু! ভালো আছো তো? আশাকরি আল্লাহ (সুব.) তোমাকে ভালো রেখেছেন।

বন্ধু! সমগ্র পৃথিবীতে আজ আমরা লাঞ্ছিত-অপমানিত। আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে নিয়ে ঠাট্টাকরা হচ্ছে, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল(সা.)কে নিয়ে কুৎসা রটানো হচ্ছে। মুসলিম মা-বোনদের গণহারে ধর্ষণকরা হচ্ছে, মুসলিম যুবকদেরকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে, অবুঝ শিশুদেরকে বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। আমাদের মনোনীত জীবনবিধান পবিত্র আল-কোরআনকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপকরা হচ্ছে,মানুষরূপী কুকুরেরা কোরআনের উপর পেশাব করে দিচ্ছে। আমাদের গৌরব পবিত্র জিহাদকে 'সন্ত্রাস' বলে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে,মুজাহিদীনে কেরামকে 'সন্ত্রাসী' অপবাদ দিয়ে হত্যাকরা হচ্ছে। বন্দি মুজাহিদদের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে যা নিকৃষ্ট কোন পশুর সাথেও কেউ করে না।

প্রিয় বন্ধু আমার! আর কতদিন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবো? আর কতকাল সয়ে যাব আমরা এমন নিকৃষ্ট আচরণ? আমাদের পৌরষবোধ কি মরেগেছে? আমাদের সব রক্ত কি সাদা হয়েগেছে? আমরা না ছিলাম দিগ্বিজয়ী বীর! আমাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতো সমগ্র কুফফারজগত। যে খালিদ বিন ওয়ালিদ(রা.)-এর নাম শুনেই সুপারপাওয়ার রোম সম্রাট ভয়ে তটস্থ থাকতো। যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাহসিকতা দেখে রাঁধাকৃষ্ণ-ভ্রাক্ষণরা হাটু-পানিতে হাবুডুবু খেতো। যে সালাহুদ্দিন আইউবীর

রণকৌশল দেখে পুরো ক্রুসেডজগত দিনদুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখতো। যে ওসামা বিন লাদেনের হুঙ্কারে আমেরিকা নির্ঘুম রাত কাটাত।

আমরা কি তাদের-ই উত্তরসূরি! আমাদের-ই কি রাজত্ব ছিলো সমগ্র পৃথিবীতে!

আফসোস! আজ আমাদের মাথাগোঁজর-ই ঠাই নেই।

বন্ধু! মাজলুম মা-বোনদের কান্নার আওয়াজ কি তোমার কর্ণকুহরের পর্দা ভেদ করছে না? বন্দি ভাইদের হৃদয়ফাটা আত্মচিৎকার কি শুনতে পাচ্ছ না? তোমাকে কি মরতে হবে না? আল্লাহর সামনে কিভাবে তুমি দাঁড়াবে? রাসূলকে কিভাবে তুমি মুখ দেখাবে?

ফিরে এসো বন্ধু! আবার জেগে ওঠো।

ওই দেখো! খালিদ (রা.) নাঙ্গা তলোয়ার হাতে আমাদের দিকে তেড়ে আসছেন!

আরে শোন! শাইখ উসামা তরবারি উঁচিয়ে আমাদের কি যেন বলছেন!

হে সালাহুদ্দিন আইউবী,তারিক বিন যিয়াদ,মুহাম্মদ বিন কাসেমের যোগ্য উত্তরসূরি! তোমার শিরায় কি তাঁদের রক্ত বহমান নয়?

সব আইউবী কি মরেগেছে?

ওরা কি সব উসামাকে শহিদ করে ফেলেছে?

না বন্ধু না! উঠো! কেড়ে নেওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনতে "আল-কায়দা"র আহ্বানে সাড়া দাও!

রাসূলের চরিত্রে কালিমা লেপনকারীদের 'উচিত শিক্ষা' দিতে "আনসার আল ইসলাম"-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে যাও!

এসো বন্ধু এসো! বন্দি ভাইয়েরা তোমার অপেক্ষার প্রহর গুনছে। মাজলুম মা-বোনেরা তোমার পথপানে চেয়ে আছে...।

“আর-রিবাত মিডিয়া” কর্তৃক প্রকাশিত

আপনাদের নেক দুআ'য় আমাদের ভুলবেন না।